সুর্য্যবংশে জন্মিয়া রাম মারিল রাবণ
তাঁহার ভাই আমি মারিলাম লবণ।
যে সব বীর মারিলাম ত্রিভুবন জিনে
আর কোন বীর যুঝিবে আমাসভার সনে।
আমার জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ রণেতে পণ্ডিত
লক্ষ্মণ বীর মারিল অতিকা ইন্দ্রজিত।
এতেক বড়াই করিল বীর শত্রুঘ্ন
কহিল লব কুশ বীর করিছে গর্জ্জন।
চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই
আজি ঘোড়া লইয়া যাও আমাসভার ঠাঁই।
মরিবারে কেন আইলে আমার নিকটে
কেমতে নিবে ঘোড়া দেখিমু নিকটে।
খুড়া ভাইপো গালাগালি কেহ নাহি চিনে
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে।
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে
আঁধার হইল শত্রুঘ্ন না পারে সহিতে।
শত্রুঘ্ন বলে কটক কোন কর্ম্ম করি
সকল কটকে বেড়িয়া দুই শিশু বীরি।

দুই অক্ষৌহিনী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট
লব কুশ বেড়িয়া তার বন্ধি করিল বাট ।
লব কুশ বলে শত্রুঘ্ন না হইও বিমুখ
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক ।
শত্রুঘ্ন বলে তোমরা দুই ছাওয়াল
ছাওয়ালের সনে যুদ্ধ নহে ব্যবহার ।
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি
অনেক ঠাট মোর দুই অক্ষৌহিনী ।
কটকের ঠাই যদি জিনিয়া যাহ রণে
তবে লব কুশ যুঝিহ আমার সনে ।
শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
সকল কটক মারিয়া তোমায় মারিব শেষে ।
কুশ বলে লব তুমি এইখানে থাক
আমি কটক মারি তুমি কৌতুক দেখ ।
লবের আগে গিয়া কুশ পাতিল ধনুক
ভাইয়ের যুদ্ধ লব বীর দেখিল কৌতুক ।
কুশের প্রধান বান বেড়াপাক নাম
বেড়াপাক বান কুশ পুরিল সন্ধান ।

পৃথিবীতে ফিরে বান কুমারের ঠাকে
সকল কটকে বেড়িয়া মারে বেড়াপাকে ॥
বেড়াপাক বানে কার নাহিক নিস্তার
বেড়াপাক বানে কটক করিল সংহার ॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন
সবেমাত্র একেশ্বর রহিল শত্রুঘ্ন ।
ঠাঁই২ কটক পড়িল গাদি২
সংগ্রামের স্থানে বহে রক্তের নদী ॥
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শত্রুঘ্ন
কোথা গেল সৈন্য তোমার নাহি এক জন ॥
লবের কনিষ্ঠ আমি কুশ নাহি টটে
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে ॥
কুশের বচন শুনিয়া বলে শত্রুঘ্ন
পলাইয়া যাব কি তোরে দিব রন ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি ।
কুশ বলে শত্রুঘ্ন যুক্তি কর দড়
যে ইচ্ছা লয় তোমার সেই যুক্তি কর ।

শত্রুঘ্ন বলে কুশ কিছু মিথ্যা নয়
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয়।
তোমার সনে যুদ্ধ করিলে অবশ্য সংহার
বুঝিতে না পারি আমি তুমি কোন অবতার।
তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি
একবার যুদ্ধ করি মরি কিবা মারি।
কুশ বলে শত্রুঘ্ন মরণ কর দড়
এই আমি বান এড়ি যমঘরে নেড়।
লব বলে কুশ শুন আমার বচন
তুমি কটক মারিলে আমি মারি শত্রুঘ্ন।
কুশ ধনুকে বান যোড়ে লব করি পাছে
সন্ধান পুরিয়া গেল সৌমিত্রের কাছে।
কুশ বলে সৌমিত্রি এই বান ফেলি
এই বান যাইতে পার তবে বীর বলি।
সৌমিত্রি বলে আগে আমি বান এড়ি
এই বান রাখিতে পার তবে বীর বলি।
তিন লক্ষ বান বীর সৌমিত্রি এড়ে
আকাশ গমনে বান উফড়িয়া পড়ে।

দুই জনে বান বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
দুই জনার বানে গগন গিয়া ঢাকে
দুই জনে বান বরিষে দুই জনে কাটে।
নানা অস্ত্র দুই জন করে অবতার
চারি দিগে পড়ে বান অগ্নির ওযাল।
মহাপাশ বান তখন সৌমিত্রি এড়ে
অর্দ্ধচন্দ্র বানে কুশ কাটিয়া পাড়ে।
সংসার জাইয়া বান এড়ে শত্রুঘ্ন
ফুরাইল সকল বান শূন্য হইল তুন।
বিষ্ণু অস্ত্র শত্রুঘ্ন র তখন মনে পড়ে
তুনে হইতে বান নিয়া ধনুকেতে যোড়ে।
দেখিয়া কুশ বীর চিন্তে মনেমন
মহাবিষ্ণু বান ধনুকে যোড়ে তৎক্ষন।
দেখিয়া শত্রুঘ্নের লাগে চমৎকার
মহাবিষ্ণু বানে বিষ্ণু বাং করিল সংহার।
কুশ বলে শত্রুঘ্ন আর বান আছে
তোমার অস্ত্র ফুরাইল আমি এড়িব পাছে।

কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘ্ন
তোমায় আমায় যেবা হইল রণ।
কেহ পরাজয় নহিলাম দুই জন যোদ্ধর
রণে ক্ষমা দিয়া দুই জন যাই ঘর।
সৌমিত্রের কথা শুনিয়া কুশ বীর হাসে
অবশ্য মারিব তোমা না যাইব দেশে।
মহাপাশ বান কুশ যুড়িল ধনুকে
সিংহগর্জ্জনে বান উঠিল অন্তরীক্ষে।
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়
দেখিয়া শত্রুঘ্নেরে লাগিল সংশয়।
অন্ধকারে যুঝিতে না পায় শত্রুঘ্ন
যুঝিতে না পারে বীর মৃত্যু দরশন।
এক দৃষ্টে রহিল বীর ধনুক বান হাতে
সৌমিত্রি মারিতে বান চলিল ত্বরিতে।
মহাপাশ বান তবে যায় নানা ছন্দে
হাতে গলায় শত্রুঘ্নেরে তবে বান্ধে।
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন
মহাপাশ বান ফুটিয়া পড়িল শত্রুঘ্ন।

শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহিল রণের ভিতর
শত্রুঘ্ন মারিয়া দুই ভাই যান ঘর।
রণ জিনি দোঁহে গেল মায়ের গোচর
দুই ভাই খেলা খেলে দুই প্রহর।
যতঃ রাজা আইসে তপোবনে
কৌতুকে খেলাইলাম যাতা তাসভাঙ্গনে।
দুই শিশু লইয়া সীতা করাইল স্নান
গন্ধ চন্দন দিয়া রাখিল বিদ্যমান।
মিষ্ট অন্ন দোঁহে করিল ভোজন
বিচিত্র পালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন।
দুই শিশু লইয়া সীতা রহিল সন্তোষে
সৌমিত্রের বার্ত্তা কহিতে দূত গেল দেশে।
এত সৈন্যের মাঝে এড়াইল সাত জন
দেশের তরে যায় তারা করিয়া ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র লইয়া রাম আছেন যজ্ঞস্থানে
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে।
সাত জন বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে।

লব কুশ নাম ধরে যমক দুই ভাই
ত্রিভুবন পরাজয় তাহাসভার ঠাঁই ।
বড় ভয় বাসি গোসাঞি কহিতে বিবরণ
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে পড়িল শত্রুঘ্ন।
শুনিয়া রঘুনাথ পড়িল ভুমিতলে
এতেক প্রমাদ পাড়ে কাহার ছাওয়ালে ।
তুমি যদি যুঝ গোসাঞি পৃথিবীসহিতে
জিনিতে নারিবে গোসাঞি হেন লয় চিত্তে ।
যজ্ঞের ঘোড়া বন্দি করিল দুই জন
এত প্রমাদ পড়ে গোসাঞি ঘোড়ার কারণ ।
শুনি রঘুনাথ করেন তখন ক্রন্দন
প্রমাদ পড়িল দৈব না যায় খণ্ডন ।
সুর্য্যবংশে জন্ম হইল যত২ রাজা
যুদ্ধে পড়িয়া কেহ নাহি পায় লজ্জা ।
পূর্ব্বপুরুষ অনারণ্য মারিল রাবণে
সেই রাবণ সবংশে পড়িল মোর বাণে।

দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবনের ভাগিনা
দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে সর্ব্ব জনা।
রাবণ হৈতে কত গুণে মহাবীর লবণ
হেন লবণ মারিল মোর ভাই শত্রুঘ্ন।
রামেরে পুবোধি দেন ভাই ভরত লক্ষ্মণ
ক্ষত্রিজাতি হইয়া আমার যুদ্ধেতে মরণ।
ক্রন্দন সম্বর গোসাঞি না কর বিসাদ
কার দোষ নাহি দৈবে পড়িল পুমাদ।
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন
বিধাতা আমাসভায় বিড়ম্বিল তখন।
সকল দেবতা জানে সীতার নাহি পাপ
বিনি দোষে বর্জ্জিলে যেই পাই তাপ।
আজি যদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই
শিশু বীরিবারে মোরা দুই ভাই যাই।
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ।
সৌমিত্রি ভাইয়ের শোক মোর সান্ধাইল বুকে
এক ভাইলাগি মরি পাছে তিন ভাইয়ের শোকে।

দুই ভাই যুদ্ধ কর গিয়া সাবধানে
দুই শিশু ধরিয়া আন আমাবিদ্যমানে।
বিদায় হইয়া চলেন ভরত লক্ষ্মণ
চারি অক্ষৌহিনী সৈন্য পুর সাজন।
প্রধান সেনাপতি গিয়া চড়িলেন রথে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলিল এক চাপে।
জাঠি ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর
খাণ্ডা আঙ্গিস সব দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় রথ বিচিত্র বাজন
কটকে যুড়িল দুই প্রহরেরা পথখান।
দুর্জ্জয় নামে হস্তির কান্ধে চড়িল ভরত
ধনুক বান হাতে করি লক্ষ্মণ চড়ে রথ।
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অপার
বাল্মীকের দেশে গেল যমুনার পার।
কটকসমেত পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন
সেইখানেতে গেলেন ভরত লক্ষ্মণ।
শৃগাল কুকুর আর শুকিনী গৃধিনী
কটকের মাংস লইয়া করে টানাটনি।

ভরত লক্ষ্মন দোঁহে করে অনুমান
মহাযুদ্ধে আসিয়া ভাই হইলাম অবিষ্ঠান।
রনস্থলী দেখিয়া রেভান ভরত লক্ষ্মন
ধনুক হাতে পড়িয়াছেন ভাই শত্রুঘ্ন।
সৌমিত্রিরে দুই ভাই কোলে করিয়া কান্দে
প্রান হারাইলে ভাই শিশুর বিরোধে।
যমুনার কুলে ভাই মারিলে লবণ
সেই যমুনার কুলে ভাই হারাইলে জীবন।
মরা কোলে করিয়া কান্দেন ভরত লক্ষ্মন
পাত্র মিত্র দেন তারে প্রবোধ বচন।
শোক করিবার বেলা নহেত এখন
যুদ্ধ করিতে আসিয়া শোক কর কিকারন।
সেই দুই শিশু মার পুরিয়া সন্ধান
যুদ্ধ করিতে আসিয়া শোক নহেত বিধান।
এতেক বচন শুনিয়া ভরত লক্ষ্মন
ক্রন্দন সম্ভরিয়া দোঁহে স্থির করিল মন।
যুদ্ধ করিবারে কটক রহে পুরিয়া সন্ধান
লক্ষ্মন ভরত দোঁহে হৈল আগুয়ান।

যুদ্ধ করিতে কটক রহিল সাবধানে
কটকের মহারোল সীতা দেবী শুনে।
সীতা বলেন লব কুশের বুঝিতে নারি মন
কোন প্রমাদ পাড়িয়াছে ভাই দুই জন।
কার সনে করিয়াছে বাদবিসম্বাদ
না জানি লব কুশ কিবা পাড়িল প্রমাদ।
মায়ের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে।
লব কুশ বলে মাতা না জান কারণ
মৃগ মারিতে কোন রাজা আইল তপোবন।
যত২ রাজা আছেন চন্দ্র সূর্য্যকুলে
মৃগ মারিতে আইসে তারা যমুনার কূলে।
রাজা আসিতে কটক আইসে সংহতি
রাজার কটকের রোলে তুমি কেন চিন্তি।
আমা দুই ভাই মুনি থুইয়া গেল দেশে
কোন রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে।

মুনির আজ্ঞায় আমরা রাখি তপোবন
না জানি আসিয়াছে সেথা কোন জন।
তপোবন নষ্ট হইলে মুনি দিবেন দোষ
বড় ভয় মানি মাগো মুনি করিলে রোষ।
মিথ্যা করিয়া মায়ের তরে দুই ভাই চাপি
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে নড়ি।
তুন ভরিয়া বান নিল ধনুক নিল হাতে
যুঝিবারে দুই ভাই চলে অস্তেব্যস্তে।
দুই ভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ
তৃণজ্ঞান করে সব দেখিয়া সেনাগন।
লব কুশ দেখিয়া সেনার কম্পিত অন্তর
গড়ুর দেখিয়া সর্পের যেমন ডর।
মনোহর দুই ভাই দুর্ব্বাদলশ্যাম
সকল কটকে বলে আইল দুই রাম।
রাম যদি হইতেন তবে এক জন
দুই রাম দেখিয়া বুঝিতে নারি মন।
রামের তেজ রামের বল রামের ধনুক বান
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান।

এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন
দুই রাম ইহারে জিনিবে কোন জন।
ভরত লক্ষ্মন দোঁহে করেন বিস্ময়
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়।
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর
আমার জাতি কুলে তোমামার কি বিচার।
বার শত শিষ্য আমরা পড়ি মুনির ঠাঁই
লব কুশ নাম যমক দুই ভাই।
সকল শিষ্য লইয়া মুনি গেল পরবাসে
আমা দুই ভাই মুনি থুইয়া গেল দেশে।
দশরথের পুত্র আইল সৌমিত্রি নাম
কটকসমেত পড়িল দেখ বিদ্যমান।
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে
কোন কার্য্যে আসিয়াছ আমার নিকটে।
কটক লইয়া কেন আইলে তপোবন
পরিচয় দেহ আইলে কিকারন।
এতেক শুনিয়া ভরত লক্ষ্মনের হাস
মুখে ভঞ্জন করে অন্তরে তরাস।

চারি ভাই আমরা জ্যেষ্ঠ যে শ্রীরাম
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘ্ন নাম।
মধ্যম আমরা দুই ভাই ভরত লক্ষ্মণ
আমার ভাই মারিয়া কেমনে রাখিবে জীবন॥
এতেক যদি চারি জনে হইল গালাগালি
চারি জনে যুদ্ধ বাজিল চারি মহাবলী।
কুশে ভরতে তখন বাজে মহারন
মহাযুদ্ধ বাজিল লব আর লক্ষ্মণ।
ভরত লক্ষ্মনের ঠাট দুই অক্ষৌহিনী
কটকে ডাকিয়া ভরত বলিছে আপনি।
দুই জনার সেনা যুদ্ধ করিব দুই জন
দুই ভাগ হইয়া যুদ্ধ করহ সেনাগন।
দুই অক্ষৌহিনী যুঝে ভরতের কাছে
আর দুই অক্ষৌহিনী লক্ষ্মনের পিছে।
মধ্যেতে দুই শিশু কটক চারিভিতে
হস্তির স্কন্ধে চড়েন ভরত লক্ষ্মণ রথে।
লবের বানের শিক্ষা বড় চমৎকার
ঐর্ম্ম্য বান এড়ে দশ দিগ অন্ধকার।

পৃথিবীতে হইল সব অন্ধকারময়
পলায় সকল ঠাট গনিয়া সংশয়।
অন্ধকার হইল কটক চক্ষে নাহি দেখে
পর্ব্বত গহ্বরেতে কেহ গিয়া ঢোকে।
পলাইয়া যাইতে কেহ গাছের ঠেকায় মরে
ঝাপ দিয়া পড়ে কেহ যমুনার জলে।
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথায় যায়
লক্ষ্মন এড়িয়া যত কটক পলায়।
পলাইল সকল ঠাট নাহিক দোষর
সবেমাত্র লক্ষ্মন বীর রহে একেশ্বর।
এমন বানের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে
কেবা শিক্ষাইল কোথা হইতে জানে।
রাবনকুমার বীর মারিলাম ইন্দ্রজিত
ত্রিভুবনে যার বানে হয়েত কম্পিত।
হেন ইন্দ্রজিত মারিতে না করিলাম ভয়
হেন বুঝি শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয়।
যে হওক সে হওক অবশ্য রন করি
প্রানেতে ভয় নাহি মারি কিবা মরি।

সাহসে ভর করিয়া যুঝেন লক্ষ্মণ
ব্রহ্ম অগ্নিবান ধনুকে যুড়িল তৎক্ষণ।
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বালিয়া বান উঠিল আকাশে
অন্ধকার দূর হৈল দশ দিগ প্রকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল ঠাট দূরে থাকিয়া দেখে
সকল কটক আইল লক্ষ্মনের সম্মুখে।
লক্ষ্মনের বানে শিক্ষা বড় চমৎকার
পলাইল যত সৈন্য আইল আরবার।
লক্ষ্মনের বান দেখিয়া লবের লাগে ত্রাস
লবের ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মন পায় আশ।
এক বান এড়িয়া লক্ষ্মন এত অহঙ্কার
মোর ঠাঁই পড়িলি আজি নাহিক নিস্তার।
অক্ষয় বান ভরা আছে তুনের ভিতর
ওর নাহি এড়ি বান শতেক বৎসর।
ঠাট কটক তোমার এইসে ভরসা
জলছেন শুষিব আজি না থুইব আশা।
ঠাট কটক মারি তোমার বিদ্যমানে
তবে শেষে তোমার লইব পরানে।

এতেক বলিয়া নর ধনুকে বান যুড়ি
সৈন্য সামন্ত কাটিতে নর সাজে দাড়ি।
ষটচক্র বান নর যুড়িল ধনুকে
সিংহগর্জ্জনে বান ওঠে অন্তরীক্ষে।
মহাশব্দে যায় বান তারাযেন ছোটে।
এক বানে লক্ষ্মনের সব সৈন্য কাটে।
ষটচক্র বানেতে এড়াইল যেই সব
সেই সকল সৈন্য না মারিল নর।
রক্তময় হইল যে সকল যমুনা
ভাদ্র মাসের গঙ্গা যেন রক্তে বহে ফেনা।
ডাক দিয়া বলেন নর শুন হে লক্ষ্মন
কোথা গেল সৈন্য তোমার নাহি এক জন।
ইন্দ্রজিত মারিলে তুমি রাবনকুমার
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসার।
তোমায় মারিলে পরে মোর যশ রহে
লক্ষ্মনজিত বলিয়া সর্ব্বলোকে কহে।
লক্ষ্মন বলেন নর না কর অহঙ্কার
মোর সনে যুদ্ধে তোর নাহিক নিস্তার।

কুপিল লক্ষ্মন বীর এড়ে বুহ্মজাল
সংসার আলো করে বান অগ্নির গুখাল।
চিন্তিত নব বীর ভাবে মনেমন
বরুন বান ধনুকে যুড়িল তৎক্ষন।
সন্ধান পুরিয়া এড়িলেক নবে
সমুদ্রের তরঙ্গ যেন গগনেতে লাগে।
বুহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মন
লক্ষ্মন বলে আমার সংশয় জীবন।
লক্ষ্মনের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে
সন্ধান পুরিয়া বান এড়ে তৎক্ষনে।
সকল পৃথিবী হৈল বানে অন্ধকার
দেখিয়া লক্ষ্মনের লাগে চমৎকার।
চিন্তিত নব বীর ভাবে মনেমন
অক্ষয় জিত বান এড়িল তৎক্ষন।
সন্ধান পুরিয়া বান এড়ে তারাযেন ছোটে
সেই বানেতে লক্ষ্মনের বান কাটে।
এক বান ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মন
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাতে এ যম।

অর্ব্বুদ২ বান লক্ষ্মন বীর এড়ে
কত দুরে গিয়া বান ওফড়িয়া পড়ে।
দেখিয়াত লক্ষ্মনের লাগে চমৎকার
ফুরাইল লক্ষ্মনের বান তুনে নাহি আর।
সকল অস্ত্র ফুরাইল শুন্য হইল তুন
দেখিয়া মহাত্রাস পাইল লক্ষ্মন।
ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মন লববিদ্যমান
এত দুরে মোর যুদ্ধ হইল অবসান।
সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় ওচিত।
লক্ষ্মনের কথা শুনিয়া লব বীর হাসে
অবশ্য মারিব তোমায় না যাইহ দেশে।
এক বান এড়ি আমি করিয়া নির্ব্বন্ধ
এই বানে লক্ষ্মন তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ।
এই বানে লক্ষ্মন যদি পাও পরিত্রান
তবেত লক্ষ্মন তোমার না লব পরান।

প্রতিজ্ঞা করিলাম অব্যর্থ আমার বচন
এই বান ব্যর্থ গেলে না করিব রন।
পাশুপত বান তখন নবের মনে পড়ে
তুনে হইতে বান নিয়া ধনুকেতে যোড়ে।
বাসুকি তক্ষকয়েন বানের গর্জ্জন
পাশুপত বানে ফুটিয়া পড়িল লক্ষ্মন।
লক্ষ্মন জিনিয়া যায় ভাইয়ের উদ্দিশে
মহাযুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে।
কুশের সনে নব বীর নাহি করে দেখা
লুকাইয়া দেখে ভাইয়ের যত অস্ত্র শিক্ষা।
শত্রুঘ্ন মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস।
একেশ্বর ভাই যদি জিনিতে নারে রন
নির্ম্মূল করিব ঠাট না রাখিব এক জন।
এতেক ভাবিয়া বীর লুকাইয়া থাকে
বৃক্ষের আড়ে থাকিয়া ভাইয়ের যুদ্ধ দেখে।
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর
চারিভিতে কটক যুঝে কুশ একেশ্বর।

কুশের পুরীন বান বেড়াপাক নাম
বেড়াপাক বান কুশ পুরিল সন্ধান।
বেড়াপাক বান যে যায় পাকে২
কাহার হাত পা কাটে কার পড়ে বুকে।
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে স্কন্ধ আর ঠাঁই
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাযোখা নাই।
এক বানে ভরতের ঠাট করিল সংহার
পর্ব্বতপ্রমান ঠাট পড়িল অপার।
রক্তে নদী বহিয়া যায় সংগ্রামের স্থানে
এতেক সৈন্য মারে এড়াইল সাত জনে।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া তারা ভরতেরে ডাকে
যমুনা পার হইয়া ফিরে২ দেখে।
কেমনে পলাইব কুশের বিদ্যমানে
ক্ষত্রির বীর্য্য নহে ভঙ্গ দিতে রণে।
ভরত বলে কুশ এত দূরে দেহ ক্ষমা
দেশেরে পলাইয়া যাই অষ্ট জনা।
কুশ বলে ভরত নাহি বল ভাল বচন
কেমনে দেশে পলাইয়া যাবে অষ্ট জন॥

স্নাত জন যাওক দেশে রামের গোচর
বার্ত্তা পাইয়া রাম যেন আইসে সত্বর।
কুশ বলে ভরত শুন আমার উত্তর
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া কেনে হইলা কাতর।
মনে ভাব পলাইলে পাবে অব্যাহতি
যত কাল জীবে তার থাকিবে অখ্যাতি।
পলাইয়া গেলে থাকিবে অপযশ
যুঝিয়া মরিলে থাকে যশ পৌরুষ।
ভরত বলেন কুশ বাক্যে পাইলে জল
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়।
রামের তেজ রামের বল রামের ধনুর্ব্বান
তোমার ঠাঁই হারিলে মোর নাহি অপমান।
কুশ বলে রাম বলিয়া কত বড়াই কর
কি করিবে রাম তোর যদি আজি মর।
আজি পড়িবে তুমি আমার সংগ্রামে
তবে তোমার যুঝিতে আসিবেন রামে।
আমাসভার ঠাঁই যদি সারিয়া যায় রাম
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব কুশ নাম।

তোমারে এড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে
লব বলিবে ভরতেরে মারিতে নারিল কুশে।
কোন কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ
তোমারে মারিতে মোর বিলম্ব এতক্ষণ।
এক বান বই আমি না এড়িব আর বান
এক বানে ভরত তোমার লইব পরান।
ভরত বলে কুশ তোমার বুদ্ধি ভাল নয়
শ্রীরামের কথা দেখি তেঁই বাসি ভয়।
কুশ বলে রামহেন কোটি যদি আইসে
বাহুড়িয়া এক জন নাহি যাবে দেশে।
ভরত বলে কুশ মোরে দিলে গালাগালি
শ্রীরামেরে নিন্দা কর সহিতে না পারি।
শিশু হইয়া কুশ তোমার এতেক বড়াই
আছুক রামের কার্য্য পড়িলে মোর ঠাঁই।
লব বলিয়া তুমি কর অহঙ্কার
তোর ভাই লক্ষ্মণের ঠাঁই হইল সংহার।

লক্ষ্মণের বানে কার নাহিক নিস্তার
কোন কালে লক্ষ্মণ প্রাণ লৈয়াছে তাহার ॥
লক্ষ্মণের বানে কার নাহিক রক্ষা
জিনিত যদি নব তবে আসিয়া দিত দেখা ॥
ভরতের কথা শুনিয়া কুশ বীর হাসে
কোন কালে লক্ষ্মণ তোর হইল বিনাশে ॥
লবের বানে লক্ষ্মণ যদি পায় প্রতিকার
তবে তোর ভরত না হবে সংহার ॥
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
তিরাশি কোটি বান এড়িল ভরত
দশ দিগ জল স্থল ঢাকিল পর্বত ॥
ভরতের বানে পৃথিবী হৈল অন্ধকার
দেখিয়া কুশ বীরের লাগে চমৎকার ॥
কুশ বীর বান এড়ে ভরতের সমুখে
ভরতের যত বান কাটে একে২ ॥
সকল বান ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত
গান্ধর্বের অস্ত্র ভরত এড়িল ত্বরিত ॥

তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল এক বানে
কুশের সনে যুদ্ধ করে পুরিয়া সন্ধানে।
গন্ধর্ব্বের বল দেখিয়া কুশের লাগে ডর
অক্ষয়জিত বান এড়িল সত্বর।
কুশের বানে গন্ধর্ব্ব হইল সংহার
দেখিয়া ভরতের লাগে চমৎকার।
কুশ বলে ভরত আর কত বান এড়
এই আমি বান এড়ি যমঘরে নড়।
ঐষিক বান কুশ যুড়িল ধনুকে
সিংহগর্জ্জনে বান উঠিল অন্তরীক্ষে।
মহাশব্দ করিয়া বান উঠিল আকাশে
দেখিয়াত ভরতের লাগিল তরাসে।
কাতর হইয়া ভরত আকাশপানে চাহে
পবনবেগে পড়ে বান ভরতের গায়ে।
ঐষিক বানে ফুটিয়া পড়িল ভরতে
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্ত বহে স্রোতে।
কটকসমেত ভরত পড়িয়া রহিল রনে
ধাইয়া গেল নব কুশবিদ্যমানে।

রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি
যমুনার জলে গিয়া রক্ত পাখালি।
সংগ্রামের বেশ থুইল গাছের কোটরে
শূন্য হস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে।
সীতা বলেন লব কুশ বিলম্ব কিকারণ
কোন কার্য্যে লব কুশ থাক এতক্ষণ।
লব কুশ বলে মাতা না জানি বিশেষ
মৃগ মারিয়া রাজা সব গেল নিজ দেশ।
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে
মিথ্যা করি মায়ের তরে ভাণ্ডে দুই জনে।
কোন চিন্তা নাহি মা তোমার প্রসাদে
তপোবন রাখি মোরা মুনির আশীর্ব্বাদে।
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন
গন্ধ চন্দন মাল্য পরিল তৎক্ষণ।
পরমহরিষে ঘরে রহিল দুই ভাই
সাত জন পলাইয়া গেল রামের ঠাঁই।
মুনিতে বেষ্টিত রাম আছেন যজ্ঞস্থানে
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে।

সাত জন দেখিয়া রায় হইল ফাঁফর
ভরত লক্ষ্মনের আগে কহত কুশল।
পুমাদ পড়িল গোসাঞি ভয়ে নাহি কই
সাত জন আইলাম আর কেহ নাই।
চারি অক্ষৌহিনী ঠাটে পড়ে ভরত লক্ষ্মণ
সবেমাত্র এড়াইয়া আইনু সাত জন।
দুই শিশু মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার
রঘুবংশের যত সেনা করিল সংহার।
আপনি যদি গোসাঞি যুঝ তার সনে
জিনিতে নারিবে গোসাঞি হেন লয় মনে।
ত্রৈলোক্যের নাথ জগতে পুজিত
জিনিতে নারিবে গোসাঞি কহিনু ওচিত।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রায় কমললোচন
চৈতন্য পাইয়া রায় করেন ক্রন্দন।
কোথাকারে গেল ভাই ভরত লক্ষ্মন
আমারে এড়িয়া কোথা গেল ভাই তিন জন।
আমার পুতি পুর্ব্বে তোমরা আছিলা সদয়
রনস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দ্দয়।

সর্ব্বাঙ্গ রঘুনাথের ভিজিল চক্ষুরজলেতে
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয় পর্ব্বতে।
কান্দিতে২ রাম হইল কাতর
তিন ভাই স্মরিয়া রাম কান্দেন বিস্তর।
আমালাগি লক্ষ্মণ ভাই রাজ্যভোগ ছাড়ি
বনবাসে গেল ভাই গাছের বাকল পরি।
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলা তপোবনে
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিত পড়িল তোমার বাণে।
লক্ষ্মণের সমান ভাই নাহি ত্রিভুবনে
হেন ভাই পড়িল মোর ছাওয়ালের বাণে।
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি
আমি বনে গেলে ভাই গাছের বাকল পরি।
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলে পরিলে বাকল
রাজভোগ এড়িয়া ভাই খাইলে গাছের ফল।
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল
এতেক ভাবিয়া রাম হইল বিকল।
সৌমিত্রি ভাই মোর প্রাণের দোষর
তোমার সমান বীর নাই পৃথিবীভিতর।

অনেক দিনের যুদ্ধে মারিলাম রাবন
এক দিনের যুদ্ধে তুমি মরিলা লবন।
হেন ভাই পড়িল মোর শিশুর সংগ্রামে
তিন ভাই স্মরিয়াত কান্দেন শ্রীরামে।
চক্ষুর জলে রঘুনাথের তিতিল বসন
সুগ্রীব বিভীষন দেন প্রবোধ বচন।
আপনি রঘুনাথ তুমি বিচারে পণ্ডিত
তোমার ক্রন্দন গোসাঞি নহেত উচিত।
ক্রন্দন সম্বর গোসাঞি স্থির কর মতি
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি।
রাম বলেন চলিলাম তিন ভাইয়ের উদ্দিশে
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে।
দুই শিশু মারিয়া শুধিব তিন ভাইয়ের ধার
তবেসে অযোধ্যায় গমন আমার।
রামের কথা শুনিয়া সুগ্রীব বিভীষন
রঘুনাথের তরে দেন প্রবোধ বচন।
রাক্ষস বানর আর রঘুবংশের সেনা
সাজন করিয়া মারিব শিশু দুই জনা।

সুমন্ত্রের তরে রাম করেন অঙ্গীকার
বাছিয়া রথ সাজ দেখিতে সুসার।
রামের আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র সারথি
কনকে রচিত রথ যোগায় শীঘ্রগতি।
পুষ্পক রথে চড়েন রাম সংগ্রামে প্রবীণ
যাত্রা করিয়া রাম চলিল দক্ষিণ।
চান্নান্ন কোটি চলিল প্রধান সেনাপতি
তিন কোটি চলিল মদমত্ত হাতী।
তিরাশি কোটি চলিল অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া
সত্তরি অক্ষৌহিনী চলে আটি ঝকড়া।
তিন কোটি মহারথি চলিল প্রধান
সর্ব্বক্ষন থাকে তারা রামবিদ্যমান।
মহারথি চলিল যতেক রাজধানী
পাত্র মিত্র সব চলে করিয়া সাজনি।
রঘুবংশের সেনা কটক অপার
আছুক অন্যের কায যমের চমৎকার।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লইয়া বানরগন
গয় গবাক্ষ সরভ আর গন্ধমাদন।

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্প্রতি
চত্রিশ কোটি চলিল প্রধান সেনাপতি।
সত্তরি কোটি বানরে চলে পবননন্দন
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানরগণ
আর যত সেনা যায় কে করে গনন।
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল
সত্রাজিত মহাবল চলিল সকল।
রুদ্রমুখ চলেন আর রক্তলোচন
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোরদরশন।
রথের উপর রাম চলিল সত্বর
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর।
কটকের পদের ভরে কাঁপিছে মেদিনী
রঘুনাথের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব অমৃত কাহিনী
দুই চাওয়ালের তরে এতেক সাজনি।

পথে পার হৈল কটক নদ নদির জলে
সব জল শুখাইল কটকের পদভরে।
নদ নদী শুখাইয়া মাটি হইল গুঁড়া
গগনমণ্ডলে লাগে কটকের পায়ের ধুলা।
রণস্থলে গেল রাম কমললোচন
ভরত লক্ষ্মন পড়িয়াছে ভাই শত্রুঘ্ন।
তিন ভাই পড়িয়াছে ঠাট জয় অক্ষৌহিণী
দেখিয়া মহাত্রাস রাম পাইল আপনি।
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান
হেন বুঝি কটক লৈয়া আইল শ্রীরাম।
রণে পণ্ডিত রাম প্রবীন সংগ্রামে
যদি রাম মারিতে পারি তবে থাকে নামে।
এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি
হেনকালে ঘরে আইল সীতা ঠাকুরানী।
সীতা বলেন কি যুক্তি কর দুই ভাই
কটকের মহারোল শুনিবারে পাই।
কার সনে করিয়াছ বাদবিসম্বাদ
না জানি লব কুশ কিবা পাড়িলা প্রমাদ।

দুই শিশুর তরে সীতা করেন বাখান
আশীর্ব্বাদ করিয়া দোঁহারে করেন কল্যান ॥
হাপুতির পুত্র তোমরা নির্দ্ধনের ধন
অন্ধ জনার চক্ষু তোমরা মায়ের জীবন ।
কায় মন বাক্যে যদি আমি হই সতী
তোমসভার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি ।
তোমাসভার সনে যে আসিয়া করিবে রণ
বাহুড়িয়া দেশে যেন না যায় এক জন ।
ব্যর্থ না যায় সীতা যার তরে বলে
আচুক অন্যের কাষ তার তরে ফলে ।
এতেক বলিয়া সীতা দেবী গেল ঘর
মায়ের চরন বন্দিয়া চলে দুই সহোদর ।
রাম মারিতে সত্বরে চলিল দুই জন
শ্রীরামের সংগ্রামের বেশ পরে তৎক্ষন ।
তুন ভরিয়া বান নিল ধনুক নিল হাতে
যুঝিবারে দুই ভাই চলে অস্তেব্যস্তে ।
আচম্বিতে দুই ভাই আসিয়া দিল দেখা
ত্রিভুবনবিজয়ী বীর ধনুকে বড় শিক্ষা ॥

যেখানে রাম সেইখানে গেল দুই জন
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্ব জন।
এক বল এক বিক্রম এক সুঠাম
সৈন্য সামন্ত তারা দেখে তিন রাম।
সৈন্য সামন্ত তারা যত সেনাপতি
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
পঞ্চ মাস সীতার গর্ব্ভ হইল যখন
হেনকালে সীতারে রাম করিল বর্জ্জন।
সীতারে বর্জ্জিয়া রাম থুইল এই বনে
সীতার দুই পুত্র হেন লয় মনে।
সেই গর্ব্ভে হইল যমক সহোদর
ত্রিভুবনবিজয়ী বীর দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
চন্দ্র সূর্য্য ইহারা পৃথিবী যদি ছাড়ে
তবে রঘুনাথ আমাসভার বাক্য নড়ে।
ইহাসভার যুদ্ধে নাহিক নিস্তার
প্রাণ লৈয়া দেশের তরে কর আগুসার।
এই যুক্তি রায়েরে বলে সেনাপতি
হেনকালে রায়েরে বলে সুমন্ত্র সারথি।

পঞ্চ মাস সীতা যখন ছিল গর্ব্ভবতী
হেনকালে সীতারে বর্জ্জিলা রঘুপতি।
সীতারে বর্জ্জিয়া থুইলাম এই বনবাসে
আমি আর লক্ষ্মন দোঁহে গেলাম দেশে।
এই বনে থুইয়া গেলাম দুই জনে
সীতার দুই পুত্র হেন লয় মনে।
সীতার ওদরে ছিল যমক দুই সহোদর
পরিচয় লহ গোসাঞি তোমার কোঙর।
সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া রামের বিস্ময়
লব কুশের কাছে গিয়া দেন পরিচয়।
দশরথের পুত্র আমি নাম শ্রীরাম
আমার তেজ বীর তোমরা আমার ধনুক বান।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমার সমান
অতএব কহি আমি বলহ বিধান।
তেঁইসে কারনে আমি পরিচয় চাই
পরিচয় দেহ তোমরা দুই ভাই।

পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন
আমার পুত্র হও যদি না করিব রণ।
আমার যুদ্ধে এড়ান নাহি মারিব তনয়
যাবৎ নাহি লই প্রাণ দেহ পরিচয়।
রামের কথা শুনিয়া দোঁহে করে কানাকানি
কেমনে বলিব নাম বাপ নাহি চিনি।
আজি গিয়া জিজ্ঞাসা করিব মায়ের ঠাঁই
কার তনয় আমরা যমক দুই ভাই।
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জন গর্জ্জনে।
এত দিনে অযোধ্যার সনে দরশন
তোমারে পরিচয় দিয়া আমার কোন প্রয়োজন।
পুত্র হইয়া বাপের সনে কেবা করে রণ
আপনার পুত্র বলিয়া ভাব মনেমন।
আমাদোঁহা দেখিয়া তুমি কাঁপিলা অন্তর
পরিচয় তেকারনে চাহ বারেবার।
তোমারে কহিব শুন অযোধ্যা শ্রীরাম
বড ভয় পাইলে তুমি করিতে সংগ্রাম।

চতুর দুই ভাই না জানে বাপের নাম
মিথ্যা করিয়া দুই জন ভাণ্ডে শ্রীরাম।
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি
সকল সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী।
রাম বলেন দুই শিশু না দিল পরিচয়
সাবধানে যুঝ কটক না করিহ ভয়।
ছাপ্পান্ন কোটি আমার প্রধান সেনাপতি
তিন কোটি আমার মদমত্ত হাতী।
তিরাশি কোটি আমার অবর্বুদ তাজি ঘোড়া
সত্তুরি অক্ষৌহিনী মোর আঠি বাকড়া।
সুগ্রীব অঙ্গদের আছে সত্তরি কোটি সেনা
যার যুদ্ধে দেব দানব কাঁপে সর্ব্বজনা।
ভাল্লুক আছে মোর রাক্ষস বানর
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর।
এতেক কটক পড়ে যদি শিশুর বাণে
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বাজিয়া২ কটক দেহ চারিভিতে
বেড় যেন দুই শিশু না পারে পলাইতে।

মন্ত্রীসভার ভরে রাম করেন মন্ত্রনা
বাছিয়া কটক দিল চারি ভিতে থানা।
হস্তী ঘোড়া চালাইয়া দিল প্রথম রনে
দুই শিশু মরুক ঘোড়া হাতির চাপনে।
রামের আজ্ঞা পাইয়া কটকের হৈল ত্বরা
প্রথম রনে চালাইয়া দিল হাতী ঘোড়া।
রাহুত মাহুত বীর শিশু বরিবারে
দুই ভাই দুইভিতে ধনুকে বান যোড়ে।
লব বলে কুশ ভাই মন্ত্রনা কর সার
এই সৈন্য কাটিয়া করিব নির্ম্মূল।
কুপিল দুই ভাই ধনুকে বান যোড়ে
হস্তী ঘোড়া কাটিতে বান বাছিয়া২ এড়ে।
লব এড়িলেন বান নামেতে আহুতি
এক বানে কাটিয়া পাড়ে তিরাশি কোটি হাতী।
কুশ এড়িল বান নামে অশ্বকলা
এক বানে কাটিয়া পাড়ে তিরাশি কোটি ঘোড়া।
চারিভিতে কটক যুঝে লব কুশ মাঝে
নানা অস্ত্র লইয়া দুই ভাই যুঝে।

সৈন্য দেখিয়া দুই ভাই হইল ফাঁফর
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর।
এত কটক লইয়া যুঝিতে আইল রাম
এত কটক মারিতে পারি তবে থাকে নাম ॥
সতির পুত্র যদি হই মুনির থাকে বর
এখনি মারিয়া সৈন্য পাঠাব যমঘর।
মুনির আশীর্ব্বাদ মোরে আছেত কল্যান
সন্ধান পুরিয়া লব কুশ এড়ে বান।
ষটচক্র বান লব পুরিল সন্ধান
ত্রিভুবনে যুঝে যদি নাহি বীরে টান।
কুশের প্রধান বান বেড়াপাক নাম
বেড়াপাক বান কুশ পুরিল সন্ধান ॥
হেন বান দুই ভাই যুড়িল ধনুকে
সন্ধান পুরিয়া এড়ে ওঠে অন্তরীক্ষে।
সিংহগর্জ্জনে বান তারা যেন ছোটে
সত্তরি অক্ষৌহিনী সেনা দুই ভাই কাটে ॥
রাক্ষস ভালুক বানর যুঝিতে আগুসার
তারা সব লৈয়া যুঝে গাছ পাতর।

সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান।
রাক্ষস ভালুক বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর
নানা অস্ত্র এড়ে তারা গাছ পাত্তর।
রাক্ষস বানর আর যতেক ভালুক
বিপরীত যুধ দেখি দুই ভাইয়ের কৌতুক।
লব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন
বিপরীত দেখি কটকের যুধের পত্তন।
হেন সব যুধ কভু নাহি দেখি আর
শরীরগোটা দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
রাক্ষস বানর ভালুক দেখিয়া লব কুশে
বিপরীত দেখিয়া দুই ভাই হাসে।
রাক্ষস বানর ভালুক যুঝিছে বিস্তর
নানা অস্ত্র এড়ে তারা গাছ পাতর।
রাক্ষস সব বান এড়ে পুরিয়া সন্ধান
লব কুশ দেখিয়া আগু না হয় যান।
লব বলে কুশ ভাই কার যুধ চাই
বিপরীত কটক মারিয়া পাড়ি দুই ভাই।

দুই দিগে দুই ভাই পুরিল সন্ধান
সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোক্ষ২ বান।
বানে ফুটিয়া যত রাক্ষস বানর পড়ে
পর্ব্বতপ্রমান ঠাট পড়ে রনস্থলে।
লব কুশের বানের শিক্ষা বড় চমৎকার
রাক্ষস বানর ভালুক পড়িল অপার।
তবে যুঝিতে আইল সুগ্রীব বানর
দশ যোজন পাতরখান আনিল সত্বর।
কোপে পর্ব্বতখান ওপাড়ে দুই হাতে
মারিতে চাহে পর্ব্বত লব কুশের মাতে।
বানে কাটিয়া লব কুশ করে খান২
আর বানে সুগ্রীবের লইল পরান।
তবেত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে
দুই ভাই ধরিতে চাহে আপনার বলে।
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়
লব কুশ বান এড়ে পড়ে তার গায়।
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বান খাইয়া
হনুমান বীর আইল হাতে পর্ব্বত লইয়া।

পর্ব্বতখান এড়ে নব কুশের ওদ্দিশে
বানে কাটিয়া নব কুশ ফেলায় আকাশে।
তবে বান এড়িল বীর হনুমানের ওপরে
মুর্চ্ছিত হইয়া হনুমান পড়ে রনস্থলে।
হনুমান মুর্চ্ছিত হইল দেখিয়া বানর
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর।
বেড়াপাক বান কুশ পুরিল সন্ধান
বেড়াপাক বানে সভার লইল পরান।
রাক্কস ভালুক আর পড়িল বানরগন
রাক্কস ভালুক বানরে এড়াইল তিন জন।
জয়রকারনে এড়াইল তিন বীর
দুই কটকের রক্তে বহে যমুনার নীর।
রক্তে ভাসিয়া নদী হইল পাথার
দেখিয়া রঘুনাথের লাগে চমৎকার।
ছাপ্পান্ন কোটি আছে রঘুবংশের সেনা
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নাহি এক জনা।
রঘুবংশের সেনাপত্তি মহাযোদ্ধাপত্তি
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপত্তি রহিল সংহত্তি।

রামের আগে কহে তারা যোড় করি হাত
প্রান লইয়া দেশেরে চল রঘুনাথ।
যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন
প্রান লৈয়া দেশের তরে যাই সর্ব্ব জন।
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাতে যম
ত্রিভুবনে বীর নাহি ইহাসভার সম।
রাম বলেন আইলাম পৃথিবীসহিতে
সব পৃথিবী মজাইয়া যাইব কেমতে।
এতেক সৈন্য মজাইয়া কেমতে যাব ঘর
সাবধানে যুঝ কটক না করিহ ডর।
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি রামের আজ্ঞা পায়
ধনুক বান হাতে করি যুঝিবারে যায়।
একবারে সব সৈন্য পুরিল সন্ধান
সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোখ২ বান।
কোটি২ চোখ বান সেনাপতি এড়ে
লব কুশ দেখিয়া বান অঙ্গ নাহি সরে।

ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতির লাগে চমৎকার
পলাইয়া সব সৈন্য হইল ছত্রকার।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুশ হাসে
ডাক দিয়া রামের তরে বলেন লব কুশে।
কেন যুদ্ধ ভঙ্গ তোমার দিল সেনাপতি
হেন ঠাট কটক কেন আনহ সংহতি।
লজ্জা পাইয়া রাম করেন উত্তর
ঠাট কটক গেল আমি আছি একেশ্বর।
আমি একেশ্বর তোমরা দুই জন
এক বানে পাঠাইব যমের সদন।
তিন জনে এত যদি হইল বোলাচার
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি আইল আরবার।
চারি দিগ ছাইয়া তারা লব কুশ বেড়ে
দেখিয়াত লব কুশ অগ্নিহেন জ্বলে।
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি যখন যোড়ে বান
লব কুশ দেখি বান নহে আগুয়ান।
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতির যত অস্ত্র ছিল
ফুরাইল সব বান তুন শূন্য হইল।

সেনাপতির যুদ্ধ যদি হৈল অবশেষ
ডাক দিয়া সেনার তরে বলে লব কুশ।
তোমাসভার যুদ্ধ যদি হৈল অবসান
মোরা দুই ভাই এখন পুরিব সন্ধান।
লব কুশের কথা শুনি সেনার প্রাণ উড়ে
সন্ধান পুরিয়া দোঁহে ধনুকে বাণ যোড়ে।
এডিলেক বাণগোটা তারা যেন ছোটে
চাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি দুই ভাইয়ে কাটে
বাসুকি তক্ষক যেন বানের গর্জ্জন
পড়িল সকল সৈন্য নাহি এক জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর
সবেমাত্র রঘুনাথ রহিল একেশ্বর।
চিন্তা গনি রঘুনাথ হইল নিরাশ
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস।
সবব লোকে বলে তোমায় ধার্ম্মিক শ্রীরাম
অলক্ষিত যত তুমি করিলা সংগ্রাম।
দুই জনার তরে যদি তিন জনা রোষে
ধর্ম্ম নাশ হয় মরে আপনার দোষে।

হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা
সতির পুত্র আমরা তেঁই পাইলাম রক্ষা।
লব কুশের বচনে শ্রীরাম লজ্জিত
যত কিছু বল তোমরা নহে অনুচিত।
পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি।
আমারে জিনিতে কেহ নাহি ত্রিভুবনে
আমার পুত্র বিনা আমা নাহি জিনে।
পুত্রের ঠাঁই আমার আছে পরাজয়
বাপ জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে হেন কয়।
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুই জন
আমার পুত্র হও যদি না করিহ রন।
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুই জন।
রাবনহেন দুর্জ্জয় বীর ছিল কোন দেশে
আমার ঠাঁই বাদ করি মরিল সবংশে।
রামের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
ডাক দিয়া রামের তরে বলে লব কুশে।

তোমারে বলি শুন অযোদ্ধি শ্রীরাম
বড় ভয় পাইলে তুমি করিতে সংগ্রাম।
পুত্র বলিয়া বারে২ চাহ পরিচয়
হেন বুঝি প্রাণ লইয়া যাইবারে চাও।
কোথা শুনিয়াছ তুমি বাপে পুত্রে রন
আপনার পুত্র বলি ভাব মনেমন।
রণেতে পণ্ডিত তুমি পৃথিবীর রাজা
বারেং পুত্র বল নাহি বাস লজ্জা।
রাবন মারিয়া কত আপনা বাখানি
বীর জনার ঠাঁই পড়িলে তবে সব জানি।
লব কুশ বলে রাম শুনহ উত্তর
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া কেন হইলা কাতর।
মুনির পুত্র আমরা মুনির বীরি বল
মুনির বল তোমার বল অনেক অন্তর।
রাম বলেন লব কুশ বাক্যে পাইলে চল
আমার পুত্র বলি তেঁই বাসি ডর।

তোমা সভা দেখি যেন আমার আকৃতি
পরিচয় নাহি দিলে তোরা দুষ্টমতি॥
চাট কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে
অবশ্য করিব রন যেবা হয় শেষে।
আমার সনে যুদ্ধ করে তার নাহি রক্ষা
এখন দেখাইব যত অস্ত্রের পরিক্ষা।
বাপে পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে দুই জনে।
মহাক্রোধে রঘুনাথ পুরিল সন্ধান
লব কুশের ওপরে এড়ে চোখ২ বান।
নানা অস্ত্র এড়েন রাম রনেতে পণ্ডিত
ফাঁফর হইল লব কুশ পলায় ত্বরিত।
রামের বান সহিতে নারে পলায় ওড়রড়ে
পলাইয়া রহে দোঁহে বৃক্ষের আড়ে।
দুই ভাই পলাইল রাম পায় আশ
ঈর্ষ্যা বান এড়িল রাম ছাইল আকাশ।
সং-সার অন্ধকার হইল রামের বানে
আণ্ড হৈয়া যুঝিতে না পায় দুই জনে।

এইমত দুই ভাই গেল পলাইয়া
কল্পনা করেন রাম রথেতে বসিয়া।

হরিহরি স্মরিয়া মনে দেখিয়া অদ্ভুত রনে
বীরনি বসিল রঘুনাথ
ভ্রাতৃ মিত্র সৈন্য মৈল রনে পরাভব হইল
শোকানলে হয়ে অশ্রুপাত।
দৈব যদি হয় বাম সিদ্ধ নহে কোন কাম
যজ্ঞ হইল সংহারকারন
তখনি জানিলাম মন জিনিতে নারিব রণ
যবে ভাই পড়িল শত্রুঘ্ন।
সুদিন কুদিন দুই বিধাতার সৃষ্টি এই
এবে সেই বীর হনুমান
গন্ধমাদন আনে কুম্ভকর্ণ জিনে রনে
লোটায় শিশুর খাইয়া বান।
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে সহায় সাগরের জলে
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে

হেন জন শিশুতে মারে অগ্নিদ্র মহেন্দ্র মরে
এত করাইল দৈবে মোরে।
কত ব্রহ্মবধী কৈনু যজ্ঞমধ্যে ভস্ম দিনু
পাতক করিনু কত আর
এত বড় মান ছিল দণ্ডমধ্যে ভস্ম হইল
পরাভব হইল আপনার।
যে বংশে সগর রাজা রঘুপতি মহাতেজা
ভগীরথ বেনু মহাশয়
হেন বংশে আমি হৈয়া কুল নষ্ট করিনু গিয়া
জিনে মোরে মুনির তনয়।
মোর তিন ভাই মৈল মিত্র সংহতি আইল
তাহাসভা পাড়িলাম লৈয়া রনে
যার পতি পুত্র মৈল সে সব অনাথ হইল
তায় আমার পাতক জন্মে।
বিধি নির্দয় হইয়া এত বড় বাড়াইয়া
কেন দিল করিয়া পৌরুষ
একেবারে এত হৈল বংশে কেহ না থাকিল
পরাভব হইল অপযশ।

মাতৃগণ রহিল ঘরে   প্রাণ দিবে অনাহারে
শত্রুগণে নষ্ট করিবে পুরী
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা হইল জীবনশঙ্কা
পতিহীন হৈল সৰ্ব্ব নারী।
সূর্য্য বিনা দিবা নহে জল বিনা মৎস্য নহে
অরাজক পুরির সংহার
এইমে থাকিল দুঃখ   না দেখিনু সীতার মুখ
দেবী কোথায় রহিল অনাহার।
কাহার ঘুচাইব দুঃখ না দেখিনু সীতার মুখ
মজিল অযোধ্যার রাজ্য
চারি ভাই এক মাসে মরিলাম এক দেশে
জীবনের আর নাহি কার্য্য।
দুই শিশু যমসম   মনুষ্য হৈয়া করে ভ্রম
কিবা কুম্ভকর্ণ দশানন
মৈল জাতিস্মর হৈয়া   জন্মান্তরে বর পাইয়া
পূৰ্ব্বদুঃখ করিতে শোধন।
আসিলেন দুই ভাই   জিনিয়াও সীতা লই
তেন তারা দুই ভাই হইয়া

আমি ভাই চাব্রি জনে সুগ্রীব মিত্তা বিভীষণে
মারিলেক পূর্ব্বদুঃখ পাইয়া।
হারিলে যাইতে দেশে লঙ্কামাত্র বিশেষে
আর কারে করিব সহায়
কিবা দুই শিশু মারি নহেবা আপনি মরি
তবে ক্ষত্রিধর্ম্ম রক্ষা পায়।
আজি দুই শিশু মারি সেই রক্তে তর্পন করি
তবে আমি রঘুবংশ হই
শিশু নিপাত রনে এই দাণ্ডাইনু মনে
তবে আমি দেশান্তরে যাই।
এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলিল রনে
অকাতর হইয়া পরানে
হইয়াত হরষিত উত্তর কাণ্ডে গীত
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত ভনে।

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই
ফারিয়া চলিল রাম আমাসভার ঠাঁই।

একবারে দুই ভাই করি গিয়া সংগ্রাম
চল কাটি মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম।
কুশ হৈতে অস্ত্র শিক্ষা লব বীর ধরে
চিকুর বান এড়িয়া দশ দিগ আলো করে।
লবের বান ঠেকিয়া রামের ব্যর্থ হৈল বান
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বতসমান।
লবের বানে কাটা গেল অন্ধকার ঘুচে
সন্ধান পূরিয়া গেল রঘুনাথের কাছে।
একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান
বানের পুত্তান শুনি পাছু হৈল রাম।
ক্ষনেক রাম আগু ক্ষনেক দুই ভাই
বানের ঠনঠনি শুনি লেখাযোখা নাই।
নানা অস্ত্র এড়ে রাম ধনুকে বড় শিক্ষা
নানা অস্ত্র এড়ে রাম নাহি লেখাযোখা।
রামের বানে জর্জ্জর হইল দুই জন
চিন্তা মনে লব কুশ ভাবে মনেমন।
নানা অস্ত্র যোড়েন রাম দিয়া বাহু নাড়া
লব কুশের গলায় গিয়া হইল পুষ্পমালা।

নব কুশ দুই ভাই নানা অস্ত্র এড়ে
রায়ের চরণ বন্দি বান সান্ধাইল পাতালে।
নানা অস্ত্র তখন এড়েন দুই ভাই
বানের ঠনঠনি শুনি লেখাযোখা নাই।
রক্তে রাঙ্গা দুই জন সম বল বিরে
তিন জনার বান তিন জনার গায় পড়ে।
কেহ কারে জিনিতে নারে সোসর দুই জন
সত্বরে পিতা পুত্রে দড় বাজে রন।
দুইভিতে দুই ভাই রাম একেশ্বর
বানে ফুটিয়া রঘুনাথ হইল কাতর।
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুইভিতে
কোন দিগ রাখিবেন রাম না পারে সহিতে।
নবের ভিতে চাহিতে কুশ এড়ে বান
কুশের ভিতে চাহিতে নব বিন্ধে রাম।
একবারে দুই ভাই পুরিল সন্ধান
মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল শ্রীরাম।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যে আছে বৃহ্মশাপ
পুত্র হইয়া রনে মারিবেক বাপ।

নব এড়িল বান নামে অন্ত্রকলা
ধনুক বানসহিতে রামের বান্ধে গলা।
কুশ এড়িল বান অক্ষয়জিত নাম
বুকে বাজিল বান পড়িল শ্রীরাম।
ছটফট করেন রাম যখন প্রান আছে
ধাইয়া গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে।
বান কাড়িতে নারেন রাম বানে অচেতন
নব কুশ কাড়িয়া লয় গায়ের অভরন।
কানের কুণ্ডল নিল মাতার টোপর
হার নুপুর নিল হাতের ধনুঃশর।
সং-গ্রামের বেশ কাড়িয়া লয় দুই ভাই
বাপ মারিয়া মায়ের ঠাঁই করিতে বড়াই।
হনুমান জাম্বুবান দুই জন অমর
দুই জন নাহি মরে এত মন্বন্তর।
উঠিবার শক্তি নাহি বানে অচেতন
সেই পথ দিয়া নব কুশের গমন।

এক জন বানর তাঁর আর জন ভালুক
দুই বীরের মুখ দেখি দুই ভাই কৌতুক।
সাঙ্গি বান্ধিয়া তারে লইলেক স্কন্ধে
রন জিনিয়া দুই ভাই চলিল আনন্দে।
এতেক লইয়া দুই ভাই গেল ঘর
এথা সীতা দেবী কান্দিয়া হইয়াছে কাতর।
সতের দিবসে দুই ভাই গেল ঘর
কান্দিয়া সীতা দেবী হইল বিকল।
হনুমান জাম্বুবান দুর্জ্জয় শরীর
দ্বারেতে নাহি যায় গুইল বাহির।
কএদূর ছেঁ চাহেন সীতা করিয়া বৈয়ান
হেনকালে দুই ভাই মায়ের বিদ্যমান।
দুই পুত্র দেখিয়া সীতা হইল ওতরোলী
দুই ভাই বন্দিল মায়ের পদধূলি।
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান
রনের কথা কহিতে লাগিল মায়ের স্থান।
রাম লক্ষ্মন মারিলাম ভরত শত্রুঘ্ন
সতের দিবস করিলাম রামের সনে রন।

অনেক অক্ষৌহিনী সেনা চারি ভাইসং-হতি
বাংড়িয়া দেশে না গেল এক ব্যক্তি ।
অনেক অক্ষৌহিনী সেনা মারিলাম চারি ভাই
আর অপূর্ব্ব কথা কহি তোমার ঠাঁই ।
দুর্জ্জয় দুটা জন্তু আনিলাম বান্ধিয়া
দ্বারে নাহি আইসে মা দেখ গো আসিয়া ।
রাম লক্ষ্মণ মারিলাম মা ভরত শত্রুঘ্ন
এই দেখ আনিয়াছি রামের ভূষণ ।
হাহা করিয়া সীতা মাথায় ঘা হানে
বাপ খুড়া বধিলি যে তোমরা দুই জনে ।
কোনখানে মারিলি প্রভু কমললোচন
চল কাট দেখি গিয়া প্রভুর চরন ।
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মন
কেমনে দেখিব গিয়া ভরত শত্রুঘ্ন।
কোনখানে মারিলি প্রভু পাপিষ্ঠ দুরন্ত
শৃগাল কুক্কুর পাছে ছোয় প্রভুর অঙ্গ ।
ধাইয়া যায় সীতা দেবী কেশ নাহি বান্ধে
মায়ের পিছে দুই ভাই মাথায় হাতে কান্দে ।

আওয়াসের বাহির হইল দেবী সীতা
হনুমান জাম্বুবানের দেখেন অবস্থা।
সীতা বলেন লব কুশ পুত্র নহিস তোরা
শত্রু হইয়া জন্মিলি বধিতে বাপ খুড়া।
তোমা হইতে অধিক পুত্র হয় হনুমান
এই হনুমান মোর দিয়াছে প্রাণ দান।
বানর হইয়া গেল সাগরের পার
হনুমান পুত্র মোর করেছে উদ্ধার।
স্বহস্তে বাপ খুড়ার বধিলি জীবন
বিষ পান করি প্রাণ তাজিব এখন।
এখনি মরিব আমি প্রভুর আগে
দুই ভাইয়ের কলঙ্ক যেন ঘোষে সর্ব্ব লোকে।
কোনখানে মারিলি প্রভু রাট চল দেখি
এতক্ষন প্রাণ আর কার তরে রাখি।
চক্ষুর লোহে সীতা দেবির ভিতিল বসন
দুই ভাই দুই বীরের দুচাইল বন্ধন।
এক সত্য হনুমান মোর করিহ পালন
রামের দুই পুত্র রামের হৈল যম।

কার ঠাঁই না কহিও এই সব বচন
এই সত্য হনু মোর করিহ পালন।
দুই বীরের বন্ধন ঘুচাইল দুই ভাই
ক্রন্দন করিয়া মায়ের পিছে দোঁহে যায়।
কান্দিয়া রামের উদ্দিশে চলিল তিন জন
রাম লক্ষ্মন পড়িয়াছে ভরত শত্রুঘ্ন।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক পড়িয়াছে অপার
দেখিয়াত সীতা দেবী করেন হাহাকার।
সম্বিত হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন
ক্রন্দন করিয়া রামের ধরিল চরন।
তোমার পুত্র কাল হইল তোমারে
রাম হেন স্বামী মরে মোর কর্ম্মফলে।
তোমার বানে মেরু মন্দার নাহি ধরে টান
চাওয়ালের বানে প্রভু হারাইলা প্রান।
সর্ব্ব লোকে বলিলেন অবিধবা সীতা
আমারে বিধবা করেন কেমন বিধাতা।

অগ্নি প্রবেশ করিয়া আজি ত্যজিব পরান
জন্মে২ পাই যেন তোমার চরণ।
মাতায় হাত নব কুশ করিছে ক্রন্দন
মায়ের চরণ ধরিয়া বলিছে বচন।
নব কুশ বলে মা ক্রন্দনে দেহ ক্ষমা
তোমার দোষে মা মজিলাম তিন জনা।
তুমি না বলিলে মা রাম আমার বাপ
আপনার দোষে মা ভুঞ্জিলে সন্তাপ।
পিতৃবধী করিয়া ভাই বড় পাইলাম লাজ
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাহি কায।
পৃথিবীতে যত দূর সঙ্করে লোক পানি
বাপ খুড়ার নাম লইয়া রহিল কাহিনী।
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার।
সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ
আমি মরিলে যেবা তোমরা কর শেষ।
তিন জন গেল তারা যমুনার কূলে
তিন কুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে।

কাষ্ঠ আনিয়া তাহে জ্বালিল অনল
অগ্নি জ্বলিয়া ওঠে গগনমণ্ডল।
অগ্নির শিখা জ্বলিয়া ওঠিল গগন
স্নান করি অগ্নি প্রদক্ষিণ হইল তিন জন।
চিত্রকুটে বাল্মীকি মুনি করেন তর্পন
অগ্নির ধুম দেখিয়া মুনির বিস্ময় বদন।
রক্তে তর্পন করেন মুনির বিস্ময়
তর্পন করেন সব যেন রক্তময়।
তথা হৈতে চিত্রকুট ছয় মাসের পথ
এত দূর যমুনায় ভাসেন রক্ত।
মুনি বলেন লব কুশ পাড়িল প্রমাদ
দেশের তরে চলে মুনি করিয়া বিসাদ।
ছয় মাসের পথ আইল চক্ষুর নিমেষে
তিন জন দেখে অগ্নি করিতে প্রবেশে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়াছে মহামুনি দেখে
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে।
গৃধিনী শুকিনী আর শৃগালের রোল
শুনিতে কলকলি যমুনার হিল্লোল।

এতেক দেখিয়া সীতার নিকট গেল মুনি
প্রমাদ পড়িল কেন সীতা কহ দেখি শুনি।
সীতা বলেন গোসাঞি না জান কারণ
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন ভরত শত্রুঘ্ন।
কেমনে কহিব কথা মুখে নাহি আইসে
বাপ খুড়া বধী করিল লব আর কুশে।
এত দিন ভাল ছিলাম তোমার প্রসাদে
তোমার ঠাঁই বিদ্যা শিক্ষিয়া পাড়িল প্রমাদে।
তুমি শিক্ষাইলে মুনি নানা অস্ত্রশিক্ষা
ত্রিভুবন যুঝে যদি কার নাহি রক্ষা।
আপনি প্রভু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে
শিশু হইয়া হেন রাম জিনিল দুই জনে।
রঘুনাথ বিনে মোর নাহিক জীবন
মায়ে পোয়ে অগ্নি প্রবেশ করিব তিন জন।
মুনি বলেন অগ্নি প্রবেশ না করিহ সীতা
রাম লক্ষ্মণ জীয়াইব রঘুবংশদাতা।
রাম লক্ষ্মণ জীয়াইব ভরত শত্রুঘ্ন
সৈন্য সামন্ত পড়িয়াছে যত জন।

মুনি বলেন সীতা তোমারে বলি আমি
দুই পুত্র লইয়া যে ঘরে চল তুমি।
সীতা বলেন দেখি আগে প্রভুর চরণ
তবে মায়ে পোয়ে ঘরে করিব গমন।
এতেক শুনিয়া মুনি বসিল ধ্যানে
ত্রিভুবনের যত কথা মুনি সব জানে।
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবার পানি
ধ্যান করিয়া তাহা জানিল মহামুনি।
মুনি বলেন শুন শিষ্য আমার বচন
এই জল ছড়াইয়া দেহত তপোবন।
মরা ঠাট পড়িয়াছে যতযত দূরে
তত দূরে ছড়াইয়া দেহ যমুনার কূলে।
এক মন্ত্রে জল পড়িয়া দিল মহামুনি
তপোবনে ছড়াইয়া দেহ মৃত্যুজীবার পানি।
কটকের গায়েতে যত লাগে ছড়া
অসংখ্য কটক ওঠে দিয়া গা ঝাড়া।
মৃত্যুজীবার পানি যদি হইল পরশন
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন উঠিল তখন।

ছাপান্ন কোটি ওঠিল প্রবীন সেনাপতি
তিন কোটি ওঠিল মদমত্ত হাতী।
তিরাশি কোটি ওঠিল অবর্বুদ তাজি ঘোড়া
সত্তরি অক্ষৌহিনী ওঠে জাঠি ঝকড়া।
সুগ্রীব অঙ্গদ ওঠে লইয়া বানরগন
ভালুক রাক্ষস যত ওঠেত তৎক্ষন।
কটকের কোলাহলে হইল গণ্ডগোল
মুনি বলেন শুন সীতা কটকের রোল।
রাম লক্ষ্মন ভরত শত্রুঘ্ন বীর
সৈন্য সামন্ত ওঠে সেই শরীর।
রাম লক্ষ্মন ওঠিল ভরত শত্রুঘ্ন
দূরে হইতে দেখি সীতা পাইল জীবন।
রামজয় করিয়া ডাকে সকল বানরগন।
মুনি বলেন শুন সীতা আমার বচন
হেথা থাকিতে উচিত নহেত এখন।
দুই পুত্র লইয়া ঘরে করহ গমন
লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্করি
লুকাইয়া তিন জন রহিল মুনির বাড়ী।

সীতাকে চিনিয়াছিল পবননন্দন
বাল্মীকের মায়াতে পাসরে তৎক্ষণ।
রামের মনে মুনি তখন করে সম্ভাষণ
চারি ভাই করিল মুনির চরণ বন্দন।
রাম বলেন বাঁচিলাম তোমার প্রসাদে
কার ছাওয়াল এত পাড়িল প্রমাদে।
মুনি বলেন রাম আমি না ছিলাম দেশে
কার ছাওয়াল সেই না জানি বিশেষে।
এখন সেই ছাওয়ালের না পাবে দরশন
দেশে লইয়া আমি তারে করাব মিলন।
ঘোড়া লইয়া রঘুনাথ যাই নিজ দেশে
যজ্ঞে পূর্ণা দেই গিয়া যজ্ঞ হইল শেষে।
সৈন্য সামন্ত লইয়া রাম আইল দেশে
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

এই সব গীত গাইল জয়মিনি ভারতে
এখনকিছু গাই শুন বাল্মীকির মতে।

ঘোড়া লইয়া রঘুনাথ যজ্ঞে দিল পূর্ণা
নানা দেশের ব্রাহ্মণ আইল লইতে দক্ষিণা।
বড় পরিপাটি যজ্ঞ করেন নিরন্তর
শিষ্যসহিত আইল বাল্মীকি মুনিবর।
মুনিরে দেখিয়া রাম উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম বসাইল আসনে।
বার শত শিষ্য আইল মুনির সংহতি
লব কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি।
বিষ্ণু অবতার দোঁহে রামের তনয়
মুনির মিশালে আজে নাহি পরিচয়।
রাম বলেন ভরত শুন আমার বচন
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আওতন।
লব কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি
দুই ভাই লইয়া মুনি করেন যুকতি।
মুনি বলে লব কুশ শুন সাবধানে
ধনুক সঙ্গীত বিদ্যা পাইলে মোর স্থানে।
ধনুর্বিদ্যা শিক্ষিলে মোর গোচর
বিক্রমে দুর্জ্জয় বড় দুই সহোদর।

আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে
শিশু হইয়া হেন রাম জিনিলা দুই জনে।
আর যত সৈন্য মারিলা তার নাহি লেখা
সাক্ষাতে দেখিলাম অস্ত্রের পরিক্ষা।
সঙ্গীত বিদ্যা রামায়ন শিক্ষিলে দুই জন
রামের আগে কালি দোঁহে গাইবে রামায়ন।
সপ্ত দ্বীপের রাজা আইল স্থানেং
রামায়ন গীত কালি গাইবে দুই জনে।
দুই ভাই করিহ মোর কবিত্ব প্রচার
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার।
যাহারে প্রসন্ন হয় সরস্বতী দেবী
আমি আদি করিয়া করিহ সব কবি।
সভা করিয়া রঘুনাথ বসিবেন যখন
সাবধানে দুই ভাই গাইবে রামায়ন।
তবে জিজ্ঞাসিবেন রাম সভার ভিতর
বাল্মীকের শিষ্য হেন কহিও উত্তর।

আর যুক্তি বলি তোমা দুই ভাই শুন
স্নাবধানে দুই ভাই গাইবে রামায়ন।
যখন গীত গাইবে মায়ের বর্জ্জন
বাপের তরে গালি পাছে পাড় দুই জন।
ত্রিভুবনের নাথ রাম পরমগর্ব্বিত
হেন রামে গালি দিতে নহেত ওচিত।
আর যুক্তি বলি শুন তোমার স্থানে
তপস্বির বেশ ধরি গাইবে রামায়নে।
সে রূপ দেখিয়া রাম পাইবেন তরাস
আরবার এড়েন পাছে জীবনের আস।
জটা বাকল পরিবে দেখিতে তপস্বী
অন্তর্বাড় লাগে যেন দেখিতে ওপবাসী।
রাত্রি প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বেহান
দুই ভাই করিলেন বাকল পরিধান।
শিরে জটা ধরিলেন বাকল পরিধান
অন্তর্বাড় লাগিয়াছে যেন দূর্ব্বাদলশ্যাম।
হাতে বীনা করিয়া দোঁহে করিল গমন
মধুর ধ্বনিতে গায় বেদ রামায়ন।

দূর্ব্বাদলশ্যাম যেন দুই সহোদর
বিষ্ণুর তনয় দোঁহে একই সোষর।
হাটে ঘাটে গীত গায় নগরে বাজারে
গীত শুনিয়া সব আপনা পাসরে।
গীত শুনিয়া লোক হইল মূর্চ্ছিত
আজ্ঞা কর রঘুনাথ আনিতে ওচিত।
পাত্র মিত্রের বচনে রাম করিল আদেশ
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করিল পুবেশ।
বীনা হাতে করিয়া বসিল সভায়
হাতে বীনা করিয়া দুই ভাই গীত গায়।
সভা করিয়া রঘুনাথ গীত শুনিতে বৈসে
অপসর পাইল রাম যজ্ঞ অবশেষে।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বসিল সেইস্থানে
আগম পুরান গীত শুনি রামায়নে।
মহাপণ্ডিত বসিল সব জ্ঞানেতে পুজিত
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব বসিল চারিভিত।
দুই ভাই গীত গায় মধুর বাজে বীনা
সর্ব্ব লোক গীত শুনে অমৃতের কনা।

বীনা যন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে
শুনিয়া মোহিত লোক আপনা পাসরে।
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দিল মন
সর্ব্ব লোক মোহিত হইল শুনি রামায়ন।
সর্ব্ব লোক কানাকানি করেন যুকতি
দুই শিশু দেখি যেন রামের আকৃতি।
জটা বাকল পরিধান এইমাত্র আন
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান।
এই দুই শিশু হৈল রামের মনে রণ
রাম লক্ষ্মন মারিলেক ভরত শত্রুঘ্ন।
যুদ্ধ করিলে ত্রিভুবন না পারে সহিতে
সং‍সার মোহিত হইল রামায়নগীতে।
তপস্বির বেশ দোঁহে ধরিয়া এখন
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাত যে যম।
রঘুনাথ হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়
সকল সৈন্য লৈয়া রাম হইল পরাজয়।
কোন বিধাতা নির্ম্মান করিল দুই জনে
এত গুন ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে।

এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্ব
ত্রিভুবন মোহিত হইল শুনিয়া রামায়ন।
যতেক সভার লোক অনুমান করে
রামের দুই পুত্র এই কভু নাহি নড়ে।
প্রথম দিনে গীত গাইল কুড়ি শিকলি
কুড়ি শিকলি করিয়া গাইল পাঁচালি।
দুই ভাইয়ের গীত যদি হইল অবসান
রাম বলেন গায়কেরে দেহ সম্বিধান।
ভরত লক্ষ্মন শুনিল রামের বচন
আশি সহস্র তোলা সোনা আনিল তখন।
গায়কের কাছে থুইল আশি সহস্র তোলা
নানা অলঙ্কার সুগন্ধি পুষ্পমালা।
দুই গায়ক বলেন শুন রাম রঘুর নন্দন
বস্ত্র অলঙ্কার মোর নাহি প্রয়োজন।
কি করিব বিন বস্ত্র আর অলঙ্কার
বস্ত্র অলঙ্কার রাখ নিয়া আপন ভাণ্ডার।

রাম বলেন তোমারে জিজ্ঞাসি কাহিনী
কাহার কবিত্ব রামায়ন কহ দেখি শুনি।
ইহা শুনিলে লোকের কিবা হয় ফল
আর যত আছে সব কবিত্বভিতর।
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ
দুই গায়ক তখন যোড় করে হাত।
দুই গায়ক বলে শুন রঘুর নন্দন
জিজ্ঞাসিলা যত কিছু কহিব বিবরণ।
চতুর্ব্বেদ বিংশতি শ্লোক নিরমাণ
এগার শত সহস্র কাব্যের বাখান।
যে জন ইহা শুনিতে করে অভিলাষ
সকল পাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস।
অপুত্র শুনিলে সে পায় পুত্রবর
সাত কাণ্ডে পায় অশ্বমেধের ফল।
তুমি অশ্বমেধ করিলে অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল পায় শুনিলে রামায়নে।
তোমার জন্ম থাকিতে ষাঠি হাজার বৎসর
অনাগত পুরান রচিল মুনিবর।

অবতার না হইতে বাল্মীকের পোথা
আদ্য কাণ্ডে গাইল রাম তোমার জন্মকথা ॥
অযোধ্যা কাণ্ডে রাম তুমি পাইলে ছত্রদণ্ড
রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড ।
তোমার বাপ দশরথ স্ত্রীর কুর্পর
স্ত্রীর বাক্যে পাঠায় তোমায় বনের ভিতর ।
অযোধ্যা কাণ্ডে গেলা রাম তুমি বনবাসে
মাতায় হাতে কান্দে তুমি স্ত্রী আর পক্ষে ।
সংসার শুন্য দেখে কান্দে সর্ব্ব লোক
প্রান হারাইল দশরথ তোমার পাইয়া শোক ।
তুমি বনে গেলে ভরত মাতুলের পাড়া
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হইল বাসিমরা ।
বাসিমরা তৈলের ভিতরে ছিল দশরথে
অগ্নিকার্য্য করিল দেশে আসিয়া ভরতে ।
অরণ্য কাণ্ডে সীতা চুরি করিল লঙ্কেশ্বর
চোদ্দ হাজার রাক্ষস তুমি মারিলে একেশ্বর ।
দুই শোকে রাম তুমি পাইলে বড় তাপ
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারিয়া মৈত্র করিলে লাভ ।

সুন্দরা কাণ্ডে রাম তুমি সাগর হৈলা পার
লঙ্কায় রাবণ মারিয়া করিলে সংহার।
সীতার পরিক্ষা রাজা করিলে বিভীষণ
মরা বাপ সম্ভাষিয়া দেশেরে গমন।
অযোধ্যায় হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা
অযোধ্যায় পালিলে তুমি লোক জন প্রজা।
দশ হাজার বৎসর করিবে লোকের পালন
নয় হাজার বৎসরে বুড়া রাজার মরণ।
আর এক হাজার বৎসর ছিল রাজার পরমাই
বাপের পরমায়ু পাইলা চারি ভাই।
এগার হাজার বৎসর করিবে লোকের পালন
সাত হাজার বৎসরে কর সীতার বর্জ্জন।
যখন গীত গায় মায়ের বনবাস
মায়ের বনবাস গাইতে গদ২ ভাষ।
লব কুশ গীত শিক্ষিল বালমীকের ঘরে
অপূর্ব্ব গীত তার সংসার মোহ করে।
এত যদি রঘুনাথ গীতের কথা শুনি
আপনার পুত্র বলিয়া মনে অনুমানি।

দুর্ব্বশা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে
লক্ষ্মন ভাই বর্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে।
স্বর্গবাস যাবে তুমি লইয়া সংসার
ইহা বই বাল্মীকি মুনি না করিল আর।
দুই গায়ক গীত গাইল এক মাস
ওত্তর কাণ্ড করিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

এক মাসে গীত যদি হইল অবসান
তবে জিজ্ঞাসা তারে করেন শ্রীরাম।
তোমা সভাকে আমি জিজ্ঞাসি কারন
কোন বংশে জন্ম তোমরা কাহার নন্দন।
সকল জানে লব কুশ বাপের তরে চিন্তে
ছলে পরিচয় করেন দোঁহে হেট মাতে।
বাপের নাম নাহি জানি মায়ের নাম সীতা
বালমীকের শিষ্য আমরা নাহি চিনি পিতা।
এই পরিচয় দিলাম কমললোচন
দুই পুত্র কোলে করি রামের ক্রন্দন।

আর বিবাহ দূর করিলাম নহিল সন্তুতি
কোন দোষে বর্জ্জিলাম তিন ব্যক্তি।
রাম বলেন বাল্মীকি তুমি অন্তর্য্যামী
ভুত ভবিষ্যৎ যত সব জান তুমি।
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে
পরিক্ষা লইয়া সীতা আইসুন নিজ ঘরে।
যত লোক আসিয়াছে যেবা নাহি আইসে
সীতার কথা শুনি লোক হরষিতে আইসে।
স্ত্রী পুরুষে আইল সকল সংসার
বৃদ্ধ শিশু কানা খোঁড়া করিল আগুসার।
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী
সীতার পরিক্ষা শুনি আইল অন্তঃপুরী।
কেহ খশাইয়া ফেলে হার যে কেয়ূর
কেহবা পরিয়া যায় পায়েতে নূপুর।
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস
পরিক্ষা দিয়া ঘরে আনিলে লোকে উপহাস।
শাশুড়ির পায়ে ধীরে যতেক বহুয়ারী
দোলায় চড়িয়া তখন চলিল তিন বুড়ী।

কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী
রঘুনাথের কাছে বুঝায় দশরথের রানী ।
একবার পরিক্ষা দিলা সাগরের পার
কার বোলে পরিক্ষা দিতে চাহ আরবার ।
জনকের গৌরব রাখিত তোমার বাপ
হেন জনকের তরে নাহি দিহ তাপ ।
সীতারে জানিহ তুমি লক্ষ্মী আপনি
সীতার পাপ নাহি সবব লোকে জানি ।
সীতারে লইয়া তুমি গৃহে কর বাস
প্রীতি পাইয়া জনক যাওক নিজ দেশ ।
রাম বলেন মাতৃ সব না কর বিসাদ
পরিক্ষা না দিলে লোকে পাবে অপরাধি ।
রাম বলেন জনকের নাহি ওপরোধি
পরিক্ষা দিলে সংসার পাইবে প্রবোধি ।
রাজা হইয়া স্ত্রীর যদি না করে বিচার
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার ।
এত যদি রঘুনাথ বলিল নিষ্ঠুর
কান্দিতে২ রানী সব গেল অন্তঃপুর ।

রাম বলেন শুন বলি বাল্মীকি মহামুনি
শীঘ্রগতি নিজ দেশে চলহ আপনি।
রথ লইয়া যাওক সুমন্ত্র সারথি
রথে করিয়া সীতারে আন শীঘ্রগতি।
এত যদি মহামুনি রামের আজ্ঞা পাইয়া
নিজ দেশে গেল মুনি সুমন্ত্র লইয়া।
মুনির চরণে সীতা হৈল নমস্কার
অযোধ্যার কথা মুনি কহ সারোদ্ধার।
পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়
সকল কথা কহেন মুনি সীতার আলয়।
মুনি বলেন আমার বাক্য শুন দেবী সীতা
পূর্বনির্বন্ধ তব লিখিলেন বিধাতা।
রঘুনাথের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন
পরিক্ষা দেখিতে তোমার আইল দেবগন।
একবার পরিক্ষা দিলেন সংসারবিদিত
আরবার পরিক্ষা তোমার ললাটে লিখিত।
এক ঠাঁই হইয়াছে সকল দেবগন
তার বাক্য না ধরি রাম দড় করিল মন।

সীতার ঠাঁই যদি কহিলেন মহামুনি
ধারার শ্রাবন সীতার চক্ষে পড়ে পানি।
মুনির ঝি বহু তারা তপেতে আগুলি
তাহাসভার সনে সীতা করেন কোলাকুলি।
মুনির পত্নির পায়ে সীতা কৈল নমস্কার
মেলানি দেহ মা দেখা নাহি আর।
মুনির পত্নী বলেন লক্ষ্মী ছাড়িয়া যাহ কোথা
বুকে শেল রহিল মোর থাকিল মর্ম্মব্যথা।
সীতা বলিয়া আমি না ডাকিব আর
মধুর বচন তোমার না শুনিব আর।
রথে চড়িয়া সীতা করিল গমন
বাল্মীকের দেশে ওথা উঠিল ক্রন্দন।
মুনির দেশ ছাড়িয়া যান সীতা ত সুন্দরী
যেই দেশে যান সীতা আলো করে পুরী।
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিল গমন
অয়ং স্থলাস্থলি লক্ষ্মী আগমন।

ত্রিভুবনের যত লোক অযোধ্যানগরে
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে।
সভার ভিতরে সীতা রথে হইতে ওলি
রূপে পুরী আলো করে চাকিছে বিজুলি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সভে হইল মূর্চ্ছিত
সীতার রূপ দেখিয়া সভে হইল চিন্তিত।
আজুক অরন্যের কাথ যত মুনিগণ
সীতার রূপ দেখিয়া সভে হৈল অচেতন।
রামের চরণ সীতা করিল বন্দন
হেনকালে রামেরে মুনি বলেন তৎক্ষন।
চ্যবনের পুত্র আমি বাল্মীকি মুনি নাম
মন দিয়া শুন আমি কহি তব স্থান।
বিস্তর তপ করিলাম ত্যজি আহার পানি
সীতার শরীরে পাপ নাহি আমি জানি।
আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে
মহাসতী সীতা আমি জানিলাম সত্বরে।
সীতাহেন সতী নাহি সকল সংসারে
সীতার চরিত্র রাম আমার চমৎকারে।

পাপমতি নহে সীতা পরমপবিত্র
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র।
আপনার ঘরে লহ সীতা কি আর বিচার
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার।
আমার বচন রাম না করহ আন
দুই পুত্র নিয়া রাখ আপনার স্থান।
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপিল অন্তরে
শাপে পুড়িয়া মরে পাছে সকল সংসারে।
যোড়হাত করিয়া রাম মুনির তরে বলে
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালে২।
অগ্নি শুদ্ধা হইল সীতা দেবের বিদ্যমানে
দেশের তরে আনিলাম তেকারনে।
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ
বিধাতার নির্ব্বন্ধ সীতার দৈববিপাক।
আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে
আরবার পরিক্ষা দিব সভার ভিতরে।
রাম বলেন শুন সীতা আমার বচন
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দেখ ত্রিভুবন।

একবার পরিক্ষা দিলাম সাগেরের পার
দেবগন জানে তাহা না জানে সং-সার।
আরবার পরিক্ষা দিব সভাকার আগে
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে।
এতেক যদি রাম বলিলেন সীতারে
যোড়হস্তে সীতা দেবী বলেন ধিরে২।
সীতা বলেন কি কার্য্য আমার জীবনে
অগ্নি প্রবেশ করিব আমি তোমার বচনে।
একবার পরিক্ষা দিলে দেবের বিদ্যমানে
দেবগন যত বলিলেন শুনিলে আপনে।
দেশেরে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস
আচম্বিতে মোর তরে দিলা বনবাস।
মহাদেবী হইয়া আমি মুনির পাড়ায় বসি
ফল মুল খাই আমি নিত্য উপবাসী।
শ্বশুরকুলে বাপকুলে রহিতে নাহি স্থান
অগ্নি পরিক্ষা দিয়া কত কর অপমান।
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি
মরা বাপসনে কত বুঝাইল কাহিনী।

সাক্ষাতে শুনিলে তুমি বাপের বচন
তবে আমারে লৈয়া দেশেরে গমন।
দেশেরে আনিলে মোরে দিয়াত আশ্বাস
অকস্মাৎ মোর তরে দিলা বনবাস।
কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে
পরিক্ষা নিতে সভার মাঝে আসি বারে২।
সর্ব্বগুন বীর তুমি সভারে পণ্ডিত
বুঝিয়া পরিক্ষা দিতে হয়েত উচিত।
অদেখা হইব প্রভু ঘুচাইব জঞ্জাল
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল।
আজি হৈতে ঘুচুক প্রভু যে মোর লাজ দুঃখ
আর যেন নাহি দেখ পাপী সীতার মুখ।
নিরবধি অপবাদ দেহ মোর তরে।
পরিক্ষা নিতে সভার মাঝে আসি বারে২।
জন্মে২ প্রভু মোর তুমি হইও পতি
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি।

এই বাক্য কহিলেন সীতা সভাবিদ্যমানে
যেমানি মাগিলাম প্রভু তোমার চরণে।
সীতার বচন যত শুনিল সর্ব্ব লোকে
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীরে ডাকে।
মা হৈয়া পৃথিবী ঝিয়ের দেখ লাজ
এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার হয় লাজ।
কত দুঃখ সহে মা স্ত্রীর পরানে
সেবা করিয়া থাকি মা তোমার চরণে।
উদরে ধরিলা মোরে পৃথিবী মাই
তোমার চরণে সীতা তিলেক মাগে ঠাঁই।
এতেক বলিয়া সীতা পৃথিবীরে করেন স্তুতি
সপ্ত পাতাল থাকিয়া শুনেন বসুমতী।
সীতা নিতে পৃথিবী করিল আগুসার
সপ্ত পাতাল হইতে হইল এক দ্বার।
আচম্বিতে উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন
দশ দিগ আলো করে মর্ত্তভুবন।
হার কেয়ুর উঠিল দিব্য বস্ত্র পরিধান
মুর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবী রহিল বিদ্যমান।

ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতার ধরে হাতে
কোলে করিয়া সীতারে তোলে রথে।
অগ্নি পরিক্ষা দিতে রাম চাহেন লোকবোলে
লোক লইয়া রঘুনাথ করুন ঠাকুরালে।
মায়ে ঝিয়ে দুই জনে থাকিব পাতালে
সর্ব্ব লোক শুনে পৃথিবী যত বলে।
চক্ষুর কোনে না চাহেন সীতা দুই আওয়ালে
রামের করুনা দেখি সীতা নামিল পাতালে।
পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরেন চুলে
হাতে চুলের মুঠা রহিল সীতা গেল পাতালে।
পাতালে গিয়া সীতা তিলেক না থাকি
মুর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী।
লক্ষ্মী স্বর্গে গেল হরিষ দেবগন
অযোধ্যানগরে ওথা উঠিল ক্রন্দন।
হেনকালে রামের ক্রন্দন হইল অপার
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।
মন দিয়া এই কথা শুনে যেই লোকে
সীতার চরিত্র শুনিলে পাপ নাহি থাকে।

কীর্ত্তিবাস রচিল কবিত্ব শুনিতে চমৎকার
উত্তর কাণ্ডে রচিল সীতা নামিল পাতাল।

বার্ত্তা পাইয়া লব কুশ হাতের ফেলে বীনা
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা।
দয়া ছাড়িয়া মাতা গেলে পাতালপুরে
আমাসভার তরে মা হইলা নিষ্ঠুরে।
তোমা বিহনে মাতা অন্য নাহি জানি
তোমা বিহনে আর কেবা দিবে অন্ন পানি।
উদরে ধরিলে মাতা গুনের সাগরী
আমাসভায় অনাথ করি গেলা পাতালপুরী।
ক্ষুধা হইলে অন্ন দেহ তৃষ্ণায় দেহ পানি
সংসারে দুর্লভ নাহি মায়ের সমানী।
কান্দিতে২ লব কুশ লোটাইয়া ধুলি
ধুলায় ধূষর যেন ননির পুত্তলি।
দশ মাস আমাসভায় ধরিলে উদরে
দুর্লভ মায়ের গুন কে কহিতে পারে।

ছোট হইতে বড় করিলে নালিয়া পালিয়া
হেন পুত্র এড়িয়া মাতা কারে গেলে দিয়া।
জনকের ঝিয়ারী তুমি শ্রীরামঘরণী
অযোনিসম্ভবা লব কুশের জননী।
শিশুকালে বুদ্ধি নাহি যার মায়েরে
যার মা আছে তার সফল শরীরে।
আজি হইতে অনাথ হইলাম দুই জন
দুই পুত্রেরে মাতা হইলা নিদারুণ।
বিস্তর দুঃখ পাইয়া মা সান্ধাইলে পাতালে
অনাথ করিয়া গেলে দুই ছাওয়ালে।
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইল কাতর
অন্তঃপুরে পাঠাইল মায়ের গোচর।
কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা তিন সতিনে
তিন জনে প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে।
মা হইয়া পুত্রের তরে হইল নিদারুণ
হেন মায়ের তরে কেন করহ ক্রন্দন।
মায়ের সনে দেখা নাই গেল দূর দেশ
তোমরা দুই নাতি আমার সীতার সন্দেশ।

দুই নাতিরে পুবোধ দিতে নারে তিন বুড়ী
পুবোধ করিতে তখন গেল তিন খুড়ী।
কোন জনে পুবোধ দিতে নারে সীতার বালা
পুবোধ করিতে তখন তিন খুড়ী গেলা।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ বাপ আর কর্ম্মফলে
এত সুখ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে।
ক্রন্দনে ক্ষমা দেহ বাপু কান্দ কিকারণ
আমরা তিন খুড়ী তোমার মা তিন জন।
মায়ের সনে তোমার আর নাহি দরশন
আয়ামসভা দেখিয়া বাপু সম্বল ক্রন্দন।
দুই ভাইয়ের চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী
পুবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী।
রায়ের তিন ভাই গেল পুবোধ করিবারে
স্ত্রী সব গেল তারা ঘরের ভিতরে।
দুই ভাই বসাইল রত্নসিংহাসনে
তিন খুড়া পুবোধ দেন মধুর বচনে।
আয়ামসভার মা রাজার কুমারী
সোহাগে আওলি তারা রূপে বিদ্যাধরী।

হেন মায়ের গুন পাসরিলাম মনে
অল্পকালে তপস্বী হইলাম চারি জনে।
কালি পরশ্ব তব বাপ তোমারে করিবে রাজা
অস্থির হইলে বাপ কেমনে পালিবে পুজা।
ভাগীরথী গঙ্গা আনিলেন নাম ভগীরথ
সর্ব্ব লোকে গায় নাম সকল জগৎ।
তোমায় বর্জ্জিলেন সীতাহেন সতী
সর্ব্ব লোকে গাইবেক সীতার চরিতি।
সীতার চরিত্র শুনিলে তার স্ত্রী সতী
সীতাহেন নাহি দেখি ত্রিভুবনে সতী।
তিন খুড়া পুবোধি দেন পুবোধি না মানে
দুই জাওয়ালে দিল নিয়া রামবিদ্যমানে।
দুই পুত্রের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি
দুই ভাইয়ের চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী।
বাল্মীকি মুনি দুই ভাইয়েরে দেন পাতিয়ান
সীতার তরে কান্দেন রাম করিয়া বাখান।
সীতাহেন স্ত্রী নাহি মোর বিদ্যমানে
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে।

মোর অগোচরে সীতা লইল রাবনে
সবংশে মরিল রাবন সীতার কারনে।
মোর সাক্ষাতে পৃথিবী সীতা করিল চুরি
পৃথিবী খুলিয়া নিব সীতাত সুন্দরী।
যজ্ঞ করিতে জনক রাজা যজ্ঞভূমি চসে
পৃথিবির মধ্যে সীতা উঠিল চাসে।
চাসভূমিতে সীতার জন্মের অনুবন্ধ
তেকারনে পৃথিবী তুমি শাশুড়ি সম্বন্ধ।
আর যত স্ত্রী জন্মে ভারতভুবনে
সীতাহেন স্ত্রী নাহি মোর বিদ্যমানে।
রঘুনাথ বলে শুন শাশুড়ি গর্বিতা
আমারে দুঃখ নাহি দেহ আনিয়া দেহ সীতা।
যোড়হাত করিয়া রাম পৃথিবীরে বলে
উত্তর না পাইয়া রাম অধিক কোপে জ্বলে।
রাম বলেন লক্ষ্মন ঝাট আন ধনুক বান
পৃথিবী কাটিয়া আজি করিব খান২।
শাশুড়ি হইয়া আজি মোর হাতে পড়ি
কোথাকার পৃথিবী তুমি কাহার শাশুড়ি।

সীতা নিতে যখন করিলে আগুসার
তখনি পাঠাইতাম তোমায় যমের দুয়ার।
পৃথিবী কাটিতে রাম পূরিল সন্ধান
ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হইল আগুয়ান।
রামের কোপ দেখিয়া বৃহ্মা চিন্তে মনে
সত্বরে আইল বৃহ্মা রামবিদ্যমানে।
বৃহ্মা বলেন রাম তুমি বিষ্ণু অবতার
তোমার গুন পুচার হৈল সকল সংসার।
জন্ম না হইতে রঘুনাথ তোমার চরিত্র
অবতার না হইতে তোমার হৈল গীত।
ভূৎ ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে
সকল দুঃখ খণ্ডে যে রামায়ন শুনে।
আদ্য করিয়া বাল্মীকি করিল রামায়ন
শুনিলে পাপ ক্ষয় হয় দুঃখ বিমোচন।
আপনি রাম তুমি সাক্ষাৎ নারায়ন
পৃথিবীতে পুচার হইল তোমার যত গুন।

অনাথের নাথ তুমি সর্ব্ব লোকের গতি
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাক্ষিবে অখ্যাতি।
তোমার স্মরনে পাপির পাপ নাহি থাকে
বিকল হৈলা রঘুনাথ স্ত্রীর পাইয়া শোকে।
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেব ঋষি
তোমার সঙ্গে রামায়ন শুনিতে ভাল বাসি।
দেবগন মুনিগন বসিল কৌতুকে
মহাসুখে রামায়ন শুনেন সর্ব্ব লোকে।
বাল্মীকের কবিত্ব যে অদ্ভুত নির্ম্মান
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ অবসান।

এতেক বলিয়া ব্রহ্মা রামে প্রবোধি কহে
হেনকালে পৃথিবী রামের তরে বলে।
আমার তরে তুমি কোপ কর অনুচিত
কার দায় নাহি যত ললাটে লিখিত।
কোন দোষে আমার কন্যা দিলে বনবাস
বনবাস দিয়া কেন আন আপনার বাস।

আমারি কাছে আসি কন্যা তিলেক না থাকে
মূর্ত্তি ধরিয়া সীতা সঞ্চরে তিন লোকে।
বিষ্ণুস্থানে হইল গিয়া লক্ষ্মী কমলা
নাগলোকে সীতা সঞ্চরিল এক কলা।
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পূজেন দেবতা
তাহার এক কলা সঞ্চরিল সীতা।
দৈবযোগে সীতা সঞ্চরিল তিন লোকে
সীতার লাগিয়া রঘুনাথ কেন কান্দ শোকে।
এই লোকে সীতার সনে নাহি দরশন
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সনে হবে সম্ভাষণ।
যে সীতা স্পর্শিল সেই হইল সতী
তাহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী।
অসতী স্ত্রী সকল করে অনাচার
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হয়েত সংসার।
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী
হেনকালে প্রবোধি রামে করে মহামুনি।
সীতার লাগিয়া রাম তুমি কেন কান্দ শোকে
কালি রামায়ণ গীত শুনিহ ভালমতে।

প্রভাতে রাম করিল স্নান তর্পন
সভা করিয়া বসিল রাম শুনিতে রামায়ন।
গীত শুনিতে রাম বসিল সভায়
আশ্চর্য্য গীত গায় রামের তনয়।
সঙ্গীত ভাল লোক শুনিয়াছে সভায়
হাতে বীনা করিয়া লব কুশ গীত গায়।
যজ্ঞ অবসানে গীত ছিল অবসান
সর্ব্ব লোক গীত শুনে রামায়ন।
কাল পুরুষের সনে রামের হবে দরশন
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবেন গমন।
দুর্ব্বশা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে
লক্ষ্মন ভাই বর্জ্জিবেন সেই মুনির শাপে।
এই গীত শুনিয়া রাম আপনা পাসরে
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া বিদায় সর্ব্ব লোকে করে।
বিপ্র সব তুষ্ট হইল রঘুনাথের দানে
দান লইয়া ব্রাহ্মন গেল নিজ স্থানে।
মেলানি করিয়া দেশে চলিল বিভীষন
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লইয়া বানরগন।

বিদায় করিয়া চলে পৃথিবির রাজা
নানা ধন লইয়া রাম সভার করে পূজা।
জনক রাজারে রাম করিল স্তবন
যজ্ঞের দক্ষিণা দিল বহু মূল্য ধন।
বাল্মীকি আদি করিয়া যত মহামুনি
নিজ স্থানে গেল সভে করিয়া মেলানি।
বুহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ
উত্তর কাণ্ড রামায়ন অপূর্ব্ব কথন।
উত্তর কাণ্ড লব কুশ করিল বাখান
কীর্ত্তিবাস গাইল গীত অমৃতসমান।

সংসার শূন্য দেখেন রাম সীতার বিহনে
চক্ষুর জল রঘুনাথের না রহে রাত্রি দিনে।
শাত্র মিত্র বিমাতা মাতা সহোদর
বিবাহ করিতে রামের তরে বুঝাইল বিস্তর।

কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী
বাপের ঘরে থাকিয়া তারা অনুমান করি।
এখন রঘুনাথ বিবাহ করিবেন নিশ্চয়
না জানি কোন ভাগ্যবতী রামের মনে হয়।
এই যুক্তি তারা সব করে সর্বক্ষণ
আর বিবাহ না করিবেন কমললোচন।
সীতা বিনে রঘুনাথের আর নহে মন
সীতা২ বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা২ বলিয়া রাম ডাকেন বিস্তর
সীতা নাহি রামের তরে কে দিবে উত্তর।
এক দৃষ্টে চাহেন রাম সোনার সীতার মুখ
উত্তর না পাইয়া রামের অধিক বাড়ে দুঃখ।
ত্রিভুবনের নাথ রাম হইল বিকল
রামের ক্রন্দনে লোক কান্দেন সকল।
সীতা২ বলিয়া রাম ছাড়িল নিশ্বাস
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

এগার হাজার বৎসর লোকের পালন
পাত্র মিত্র সুখে আছেন যত প্রজাগন।
চারি ভাইয়ের যা মরে কাল অবসান
ভাণ্ডার বিলাইয়া রাম করেন নানা দান।
কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা সতিনী
দশরথের প্রিয়া যে এই তিন রাণী।
আর যত মরিল রাজার সাত শত নারী
দশরথের কাছে গেল সকল সুন্দরী।
স্বর্গবাসে কেলি করে চড়িয়া দিব্য রথে
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে দশরথের সাতে।
যার পুত্র ভগবান রাম মহামতি
কোটি কল্প বৎসর হয় রাজার স্বর্গবসতি।
ত্রেতা যুগেতে হইল রাম অবতার
শুনিলে মুক্ত হয় লোকের স্বর্গের দ্বার।
পাত্র মিত্র লইয়া রাম আছেন রাজকার্য্যে
কেকয় দেশের ব্রাহ্মন আইল সেই রাজ্যে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু কলসিকলসি
অমৃতসমান সন্দেশ আনিল রাশিং।

মৃগ পক্ষী জন্তু যে আনিল যোড়েং
আর যতেক দ্রব্য আনে ভারেভারে।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য সিংহাসনে
এছিল সকল দ্রব্য রামবিদ্যমানে।
লোমস গন্ধর্ব্বরাজা সর্ব্ব লোকে জানি
গন্ধর্ব্ব মারিলে রাম সর্ব্ব লোকে জানি।
গন্ধর্ব্ব মারিলে রাম সেই দেশে বৈসে
আপনি চল পুত্র দেহ যেমতে আইসে।
মামার সম্বাদ পাইয়া রাম হরষিত
ডাক দিয়া ভরতেরে আনিল ত্বরিত।
শত্রাজিত মামা মোর সর্ব্ব লোকে জানে
ব্রাহ্মন পাঠাইয়া মামা দিল মোর স্থানে।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব তথা বড়ই দুর্জ্জয়
মামার রাজ্য নিতে চাহে বড় পাইলাম ভয়।
দই পুত্র তোমার সমরে প্রখর
বিক্রমে দুর্জ্জয় তারা দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুই পুত্র কর রাজা
রাজ্য বসাইয়া যে পালিহ লোক প্রজা।

গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ছিল রামের প্রধান
গান্ধর্ব্ব মারিতে অস্ত্র ভাইয়েরে দিল দান।
দুই পুত্র লইয়া ভরত চলিল সত্বরে
যক্ষ পিশাচ ধায় রক্ত পিবার তরে।
নিজ ঠাট লৈয়া ভরত গেল মামার ঘরে
সৈন্য সামন্ত ঠাট রহিল বাহিরে।
ভাগিনা দেখিয়া হরিষ শত্রুজিতে
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিল পীরিতে।
রাত্রি প্রভাত হইল গান্ধর্ব্বের ওপর বাড়ি
তিন কোটি গান্ধর্ব্ব তখন আইল রড়ারড়ি।
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ঝকড়া
অস্ত্রে ফুটিয়া পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া।
সাত দিন যুদ্ধ হইল কার নাহি জয়
দেখিয়াত দেবগণের লাগিল বিস্ময়।
মারা না যায় গান্ধর্ব্ব দেখিতে ভয়ঙ্কর
গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ভরত এড়িল সত্বর।
এক বানে জন্মিল গান্দ্ধর্ব্ব তিন কোটি
ছয় কোটি গান্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি।

সহজে গন্ধর্ব্ব জাতি বড়ই দুরন্ত
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জাতির সহিত।
তিন কোটি গন্ধর্ব্বে গুঠিল মহামার
গন্ধর্ব্ব অস্ত্রে গন্ধর্ব্ব হইল সংহার।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া বসাইল সেই দেশ
দুই পুত্র আনিয়া ভরত করিল অভিষেক।
পুষ্করের তরে রাম দিয়াছেন সেই পুরী
পুষ্কর দেশের রাজা পুষ্কর অধিকারী।
দ্বাদশ বৎসর বসাইল সেই পুরী
নিজ সেনা লইয়া আইল অযোধ্যানগরী।
নানা রত্ন দিয়া রাম করিল সম্ভাষণ
গন্ধর্ব্ববধ শুনিয়া রাম হরষিত মন।
রাম বলেন রাজার যোগ্য ভরতের কুমার
দুই ভাইপোয়ে দিল রাজ অলঙ্কার।
অঙ্গদ চন্দ্রকেতু দুই সহোদর
রামের আজ্ঞায় দুই ভাই হইল দণ্ডধর।
অঙ্গদেরে দিল রাম মল্ল দেশপুরী
চন্দ্রকেতু হইল অশ্ব দেশের অধিকারী।

লক্ষ্মনের দুই পুত্র অশ্ব দেশের রাজা
রাজ্য বসাইয়া পালেন লোক জন প্রজা।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরমসুন্দর
সুবাহু শত্রুঘাতি দুই সহোদর।
চারি ভাইয়ের অষ্ঠ কুমার হৈল লোকপাল
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরায় ঠাকুরাল।
লব কুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দিগ্রাম
অষ্ঠ জনে অষ্ঠ রাজ্য দিলেন শ্রীরাম।
এগার হাজার বৎসর করি লোকের পালন
পাত্র মিত্র সুখে আছে সর্ব্ব জন।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব অমৃতে আমোদিত
উত্তরা কাণ্ডে গাইল রামের পুরোধি।

ছেনকালে কাল পুরুষ সংসার বিনাশি
অযোধ্যায় প্রবেশ করে হইয়া সন্যাশী
সভা করিয়া বসিয়াছেন দ্বারে লক্ষ্মন
কাল পুরুষ বলে আমি ব্রহ্মার ব্রাহ্মন।

সন্ন্যাসী বলেন লক্ষ্মন বলি তোমার স্থানে
বৃহ্মা পাঠাইয়া দিল রামসম্ভাষনে।
রামের ঠাঁই লক্ষ্মন চলিল সম্ভ্রমে
যোড়হাত করিয়া লক্ষ্মন বলেন শ্রীরামে।
রাজদ্বারে বৃহ্মার দুত আইল আচম্বিতে
আজ্ঞা কর রঘুনাথ ওচিত আনিতে।
রাম বলেন ঝাট আন করিয়া পুরস্কার
আমার ঠাঁই বৃহ্মার দুত কেন আগুসার।
রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মন সত্বর
কাল পুরুষ লৈয়া গেল রামের গোচর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাম বসিতে আসন
যোড়হস্তে কহেন রাম কহ পৃয়োজন।
কাল পুরুষ বলেন রাম শুনহ বচন
তোমার কাছে কথা কহিতে শুনে যেই জন।
বৃহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জনে
ভাই ভাইপো হয় বর্জ্জিবে তৎক্ষনে।
এই সত্য বৃহ্মার করিবা পালন
রাম বলেন লক্ষ্মন শুনহ কারণ।

সাবধানে থাকিহ দ্বারে না আইসে এক জন
দ্বার রক্ষা কর গিয়া হইয়া এক মন।
আছুক অন্যের কায দ্বারে থাকিয়া চায়
আমার ঠাঁই বর্জ্জন তার এড়ান না যায়।
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে
সাবধানে লক্ষ্মন বীর রহিবা দ্বারে।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন
কালপুরুষের সনে করেন সম্ভাষন।
কাল পুরুষ বলে আমি পরিচয় করি
মর্ত্ত্যে রহিলা শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী।
সংসারের লোক নাশিয়া মোর দুতে আনে
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি রহিলা ভুবনে।
ব্রহ্মার বচনে গোসাঞি কর অবধান
সংসার ছাড়িয়া তুম্মি চল নিজ স্থান।
এগার হাজার বৎসর অবতার করি
মর্ত্ত্য রহিলা শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী।

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি রহিলা মর্ত্ত্যে
বৈকণ্ঠ চল এথা রহ যেবা লয় চিত্তে।
রহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর
মোরে কি আজ্ঞা গোসাঞি বলহ সত্বর।
রাম বলেন যম তোমার শুনিলাম বচন
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন
বৃহ্মার মায়াতে দুর্ব্বশা আইল তৎক্ষন।
সভা করিয়া দ্বারে বসিয়াছেন লক্ষ্মন
মুনি বলেন লহ আমায় রামসম্ভাষন।
লক্ষ্মন বলেন খানিক কৃপা কর মোরে
বৃহ্মার দুতের সনে আছেন বিরলে।
যে কর্ম্ম করিবে তুমি রামসম্ভাষনে
আজ্ঞা কর করি আমি সেই পুয়োজনে।
কুপিল দুর্ব্বশা মুনি লক্ষ্মনের বচনে
লক্ষ্মনের ভিতে মুনি চাহেন কোপমনে।
মোর শাপেতে লক্ষ্মন কার বাপে তরি
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরী।

যত রাজ্যখান আজি করিব সং-হার
অযোধ্যা পোড়াইব আজি করিব চারখার
চারি ভাইয়ের সন্ততি আজি না থুইব বং-শ।
দশরথ রাজা আজি করিব নির্ব্বং-শ
মুনির কোপ দেখিয়া লক্ষ্মনের তরাস
আমানাগিয়া কেন বাপের সর্ব্ব নাশ।
রায়ের ঠাঁই আছে আমার বর্জ্জন
এড়াইতে নারি আমি ললাটে লিখন।
বর্জ্জন মরন দুই একই সোষর
আমানাগিয়া লোক কে মরিবে সকল।
আমি মরিতে সবে মরিবে এক জন
বাপের সর্ব্বনাশ করি কিসের কারন।
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মনের পড়িয়া গেল মনে
মোর বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিয়াছে তপোবনে।
কাল পুরুষ লইয়া রাম যেথানে কহেন কথা
মুনি লৈয়া লক্ষ্মন রামেরে নোয়ায় মাথা।
হেনকালে কাল পুরুষ মাগিল মেলানি
মুনি মনস্কারিয়া রাম দিল আসন পানি।

যোড়হাতে বলে রাম কোন প্রয়োজন
দুর্ব্বশা বলে আমি চাহি যোগ্য ভোজন।
এক বৎসর আমি করিয়াছি অনাহার
অন্ন ব্যঞ্জন দেহ অমৃত সুসার।
দুর্ব্বশার কথা শুনিয়া রামের হৈল হাস
এক বৎসর কেমনে করিয়াছ ওপবাস।
রাম বলেন মুনি বুঝিলাম কারণ
অনুমানে জানিলাম মজিল পুরীজন।
অন্ন ব্যঞ্জন দিল রাম অমৃত সুসার
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ দ্বার।
রাম বলেন দুর্ব্বশা পাড়িল প্রমাদ
কেমনে বর্জ্জিব ভাই করেন বিসাদ
কাল পুরুষের কথা রাম চিন্তেন মনেমন
কথা কহিতে মোরে দেখেছে লক্ষ্মন।
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে যায় জীবন
সত্য পালিলে হয় লক্ষ্মনের বর্জ্জন।
লক্ষ্মন বর্জ্জিতে রাম হইল কাতর
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকিল সকল।

লক্ষ্মণের মরণে রাম হইল কাতর
অত্র দণ্ড ধরিয়া চাহেন রামের ওপর।
ভরত রাজা করিয়া রাম করিল সন্বিধান
হেনকালে ভরত কহেন রামবিদ্যমান।
নানা গুণহরি গোসাঞি ভুঞ্জিলাম বিস্তর
তোমার সঙ্গে যাব গোসাঞি জীবন সফল।
ভরতের কথা শুনিয়া রামের তরাস
হেটমাতা করিয়া রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
রাম বলেন শুন ভাই আমার ওত্তর
শত্রুঘ্ন আনিতে দূত পাঠাও সত্বর।
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা
তিন দিবসে গেল নগর মথুরা।
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কানে২
সকল পৃথিবির লোক চলিল রামের সনে।
ভরত আদি করিয়া যতেক পুরীজন
রামের সনে স্বর্গবাসে করিল গমন।
রামের বর্জ্জনে লক্ষ্মণ ছাড়িল শরীর
লক্ষ্মণের বর্জ্জনে রাম হৈল অস্থির।

ভরত আদি করিয়া যতেক পুরীজনে
রামের সঙ্গে স্বর্গবাসে করিব গমনে।
দূত বলে শত্রুঘ্ন না ভাবিহ চিন্তা
সত্বরে চলহ তুমি রামসন্নিধানে।
এত শুনিয়া শত্রুঘ্ন হেট করে মাথা
পাত্র মিত্র আনিয়া কহিল সর্ব্ব কথা।
সুবাহু নামে পুত্রেরে করিল মথুরার রাজা
সাবধানে পালিহ তোমরা মথুরার প্রজা।
দুই পুত্রের তরে রাজ্য কৈল সমর্পণ
অযোধ্যায় যাত্রা করিয়া চলিল শত্রুঘ্ন।
তিন দিবসে আইল অযোধ্যানগরী
রাজদ্বারে গিয়া রামেরে নমস্করি।
শত্রুঘ্ন দেখি রাম হরিষ বদন
পুনর্ব্বার রামের চরণ বন্দিল শত্রুঘ্ন।
তোমার চরন বিনা আর নাহি গতি
স্বর্গবাসে যাব গোসাঞি তোমার সংহতি।
যোড়হস্তে রামের আগে কহে সর্ব্ব লোকে
তব প্রসাদে গোসাঞি স্বর্গে যাব সুখে।

তোমার গমনে গোসাঞি সভার গমন
তোমার জীবনে গোসাঞি সভার জীবন।
এ কথা শুনিয়া রামের অঙ্গীকার
আমার সঙ্গে স্বর্গে চল বাঞ্ছা থাকে যার।
অযোধ্যায় রাম ছাড়ে জীবনের আশ
রামের পাছু লাগিল লোক যাইতে স্বর্গবাস।
তিন কোটি রাক্ষস লইয়া আইল বিভীষণ
সুগ্রীব অঙ্গদ আইল লইয়া বানরগণ।
নল নীল আইল যে মন্ত্রী জাম্বুবান
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল বীর হনুমান।
আর যত বীর ছিল অযোধ্যানগরে
যত২ লোক ছিল পৃথিবীভিতরে।
স্ত্রী পুরুষে আইল সভে অযোধ্যানগরে
বাল বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে।
রামের নিকটে আইল সবে শীঘ্রগতি
যোড়হাত করিয়া সবে রামেরে করে স্তুতি।
কতবার দেখিলাম যত দেবগন
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগন।

গন্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম অতি মনোহর
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিলাম বিস্তর।
তোমার বিহনে গোসাঞি থাকিব কোন সুখে
তোমার প্রসাদেতে গোসাঞি যাব স্বর্গলোকে।
পৃথিবির যত লোক যোড় করে হাত
একেং সভারে বলেন রঘুনাথ।
রাম বলেন শুন রাক্ষস বিভীষন
আমার সঙ্গে নাহি তোমার স্বর্গেরে গমন।
লঙ্কার রাজা হইয়া তুমি থাকহ চারি যুগে
আর কিছু বিভীষন না বল আমার আগে।
রাম বলেন শুন বলি পবননন্দন
আমার সঙ্গে নাহি তোমার স্বর্গেতে গমন।
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে
চন্দ্র সুর্য্য যত কাল পৃথিবীতে প্রচারে।
হনুমান বলেন আমি না চাই স্বর্গবাস
তোমার গুন শুনি এই অভিলাষ।
তোমার নাম গুন হইবে যেইখানে
সেইখানে গোসাঞি থাকিব রাত্রি দিনে।

হনুমানের তরে বলেন কমললোচন
তোমায় আমায় একই শরীর পবননন্দন।
আমাভক্ত বানর তুমি পরমসুস্থির
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর।
ব্রহ্মার বরে চারি যুগে হইয়াছ চিরঞ্জীবী
আমার বদলে তুমি থাকহ পৃথিবী।
তবে বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান
চারি যুগে অমর তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ।
আরবার হওক তোমার প্রথম যৌবন
তোমারে জিনিতে কেহ নারিবে ত্রিভুবন।
আরবার আমার যদি হয় অবতার
তোমার সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার।
আর যত লোক আসিবে আমার সনে
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে।
লব কুশ আনিয়া রাম দিল ছত্র দণ্ড
হাতে২ সমর্পিল সকল রাজ্যখণ্ড।

হনুয়ান জাম্বুবান মহেন্দ্র বানর
লব কুশের সনে দিল করিয়া দোষর।
বিভীষণ আনিয়া রাম করিল সমর্পণ
লব কুশ রাজা করিয়া করিল গমন।
যাত্রা করিয়া রাম ছাড়িল সংসার
রাম গেলেন পৃথিবী হইল অন্ধকার।
অযোধ্যা থাকিয়া রাম করিল গমন
বশিষ্ঠ নারদ আদি চলিল সর্ব্ব জন।
অবধূত সন্যাশী চলিল বিস্তর
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চলিল সকল।
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ কোটি অযুত
আশি কোটি রাজা সব চলিল যজুত।
হাতে নড়ি করিয়া চলিল কানা খোঁড়
রঘুনাথের সনে যায় হইয়া ওতরোল।
স্থাবর জঙ্গম চলিল রামের সনে
গাছে পক্ষী না রহে পশু না রহে বনে।
ভূত পিশাচ গন্ধর্ব্ব চলিল অন্তরীক্ষে
হরিষ হইয়া সব চলিল উত্তর মুখে।

রাজাখণ্ড লইয়া গেল হিমালয় পর্ব্বতে
এক চাপে যায় লোক ছয় মাসের পথে।
তিরাশি কোটি রাজা চলিল লক্ষে২
নপুংসক চলিল যে অন্তপুর রাক্ষে।
সুগ্রীব রাজা চলিল যে শ্রীরামের মিত
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত।
রথ লইয়া বৃহ্মা আইল রামকে লইতে
বৈকুণ্ঠে আইল প্রভু জগৎসহিতে।
তিন কোটি রথ আইল সর্ব্ব লোক দেখে
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে।
গঙ্গা শরযূ নদী এক ঠাঁই বহে
গঙ্গা এড়িয়া রঘুনাথ শরযূতে রহে।
পূর্ব্বপুরুষ মুক্ত হইল শরযূর জলে
গঙ্গা এড়িয়া রঘুনাথ শরযূতে গুলে।
শরযূর স্রোত বহে অতি খরসান
স্রোতে নামিয়া তিন ভাই ত্যজিল পরাণ।
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ
শরযূতে তিন ভাই ত্যজিল জীবন।

মনুষ্যশরীর ছাড়িয়া গেল তিন জন
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গিয়া দিল দরশন।
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বীর
এক ঠাঁই রহিল গিয়া বিষ্ণুর শরীর।
অন্তরীক্ষে সীতা আইল রামের পাশে
লক্ষ্মী সরস্বতী রহিল দোঁহার পাশে।
বৈকুণ্ঠের নাথ যদি আইল ভগবান
ব্রহ্মার ঠাঁই বিষ্ণু করেন সম্বিধান।
আমার সনে সংসার করিল গমনে
সকল পৃথিবী রহিবে কোন স্থানে।
ব্রহ্মা বলেন শুন রাজীবলোচন
সন্তানস্বর্গ আমি করিয়াছি গঠন।
সেইখানে আসিয়া রহিবেন সর্ব্ব জনে
দেবগন বাঞ্ছা করে রহিবার মনে।
যে জন রামায়ন করিবে শ্রবন
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন।
সন্তানস্বর্গ গোসাঞি বৈকুণ্ঠসোষর
সকল পৃথিবির লোক রহিবে সত্তর।

রথ লইয়া ব্রহ্মা আইল রামের বচনে
সকল পৃথিবির লোক আইল রামের সনে।
স্থাবর জঙ্গম যত জলের ওপর ভাসে
শরীর ছাড়িয়া সভে গেল স্বর্গবাসে।
দেব রথে চড়িয়া জীব দেবের বেশ ধরি
রামের প্রসাদে সভে গেল স্বর্গপুরী।
মরন কালে রামনাম বলে যেই জন
নিজ শরীরে করিবে সে বৈকুণ্ঠে গমন।
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায়েত নিস্তার।
সকল পৃথিবির লোক আইল স্বর্গবাস
ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা পাইল তরাস।
চারি মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণুরে করে স্তুতি
তোমাদরশনে গোসাঞি পাইলাম মুকতি।
আগম পুরান যত শাস্ত্রের অন্ত
আমাহেন কোটি ব্রহ্মা যার না পাই অন্ত।
সকল পাপির পাপ হরে শ্রীরামস্মরনে
পাপী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়নে।

চারি বেদ সহস্র নামে যত হয় ফল
এমন কোটি গুন নহে রামনামের সোসর।
রামনাম লইবে যেই সহস্র মুখে
মায়া মোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে।
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ
সকল পাপ দুরে যায় বৈকুণ্ঠে হয় বাস।
অপুত্রকে শুনিলে পায় পুত্রবর
সাত কাণ্ড শুনিলে হয় অশ্বমেধের ফল।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ন অমৃতের খণ্ড
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তর কাণ্ড।